Women's Voice and Leadership- Bangladesh Project

খসরা বেস লাইন পর্ব

সুস্থ জীবন

Manusher Jonno Foundation

LightCastle Partners

মার্চ, ২০২১

সুচিপত্র

অধ্যায় ১- WRO এর WVLB প্রোজেক্ট এর স্বত্বভোগী যারা 2
১.১ স্বত্বভোগীদের পরিদর্শন 2
অধ্যায় ২- গবেষণার মূল অনুসন্ধান সমুহঃ 3
২.১ জনতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা 3
২.১.১। স্বত্বভোগীদের জনতাত্ত্বিক অবস্থা 3
২.১.২ স্বত্বভোগীদের পরিবারের জনতাত্ত্বিক অবস্থাঃ 7
২.১.৩ ভোগ, উৎপাদন এবং গবাদি পশু সম্পদ এর প্রাপ্যতা 9
২.১.৪ বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা (ওয়াশ) 9
২.১.৬ স্কুল থেকে ঝরে পরা 11
২.২ স্বত্বভোগী দের উপলব্ধি ও আচার 12
২.২.১ পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি ও রীতি 12
২.২.২ পরিবারের নারী সদস্যদের কর্মজীবন এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি 13
২.২.৩ পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাস্থ্য এর প্রতি রীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গি 14
২.২.৪ বিয়ের প্রতি রীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গি 16
২.৩ অধিকার হনন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 17
২.৪ লিঙ্গ সমতা এর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি 18
২.৪.১ লিঙ্গ সমতা এর ব্যাপারে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি 18
২.৪.২ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে ধারনা/ মতামত/ জ্ঞান 21
২.৫ স্বত্বভোগীদের চলাচলের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা 24
২.৬ নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ 24
২.৭ পরিষেবাতে অংশগ্রহনের সুযোগ 24
২.৮ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে ধারণা 27
২.৯ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা 30
২.১০ স্বত্বভোগীদের মতে সহিংসতা মোকাবিলায় পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা 35
অধ্যায় ৩ – প্রান্তিকদের অধিকার 36
অধ্যায় ৪- উপস্ংহার 38

অধ্যায় ১- WRO এর WVLB প্রোজেক্ট এর স্বত্বভোগী যারা

১.১ স্বত্বভোগীদের পরিদর্শন

চিত্রঃ১- জরিপের সময় গনকের সাথে সুস্থজীবন এর একজন স্বত্বভোগী

সুস্থজীবন প্রান্তিক ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের এর জীবন মান উন্নয়নে নিয়োজিত। নিচের চিত্রে স্বত্বভোগীদের WRO এর সাথে যুক্ত হওয়ার কারন দেখান হলঃ

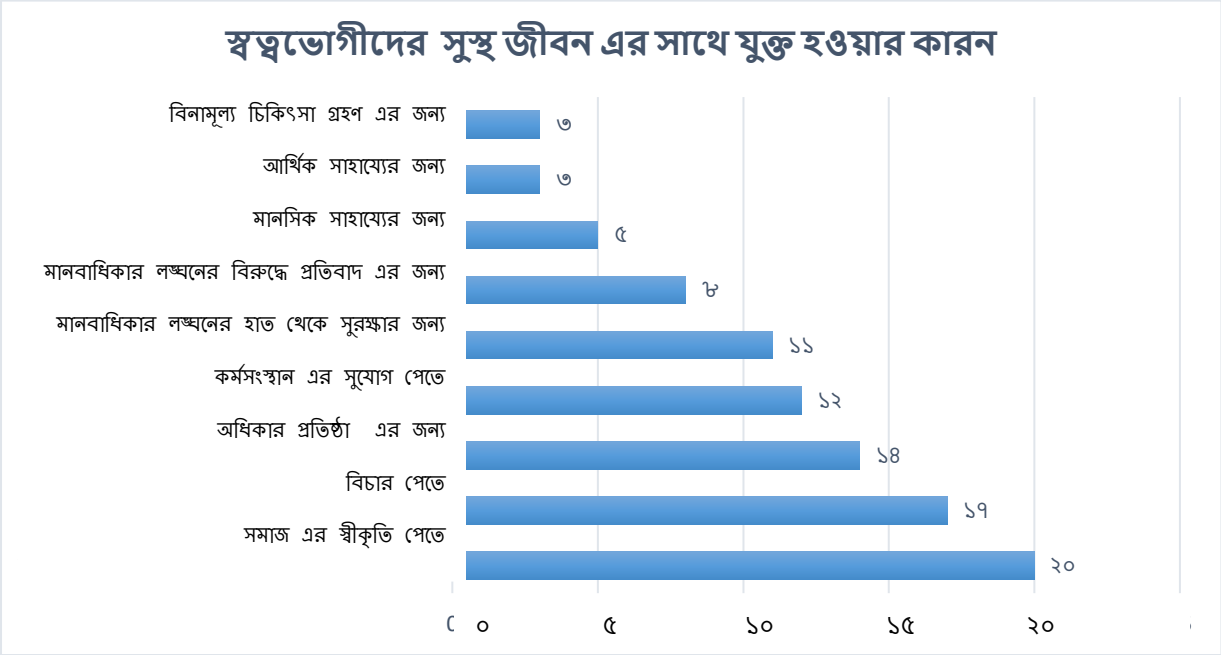

চিত্র-১ সুস্থজীবন এর সাথে যুক্ত হওয়ার কারন

সর্বাধিক যে কারনে স্বত্বভোগীরা WRO এর সাথে যুক্ত হয়, তা হচ্ছে- সমাজ এর স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে, এর পরে রয়েছে অধিকার, বিচার এবং সাধারণ গণসেবা এর সুযোগ পেতে ।অনেক স্বত্বভোগী আরও উল্লেখ করেন কর্মসংস্থান এর সুযোগ পেতে তারা WRO এর সাথে যুক্ত হন।

অধ্যায় ২- গবেষণার মূল অনুসন্ধান সমুহঃ

২.১ জনতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

২.১.১। স্বত্বভোগীদের জনতাত্ত্বিক অবস্থা

সুস্থজীবন এর মোট ৫৪ জন স্বত্বভোগী এর সাক্ষাৎকার থেকে তাদের জনতাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হলঃ

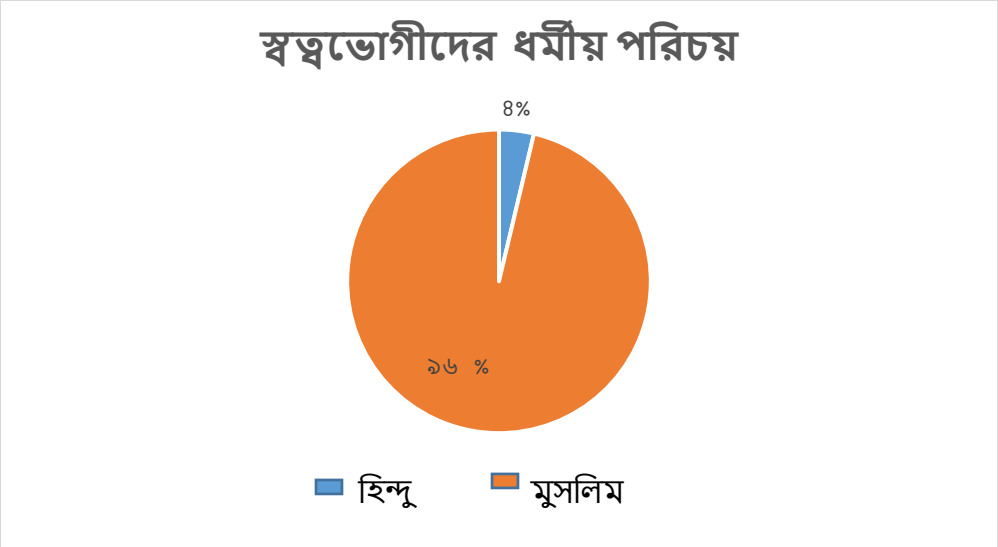

চিত্র ২ স্বত্বভোগীদের ধর্মীয় পরিচয়

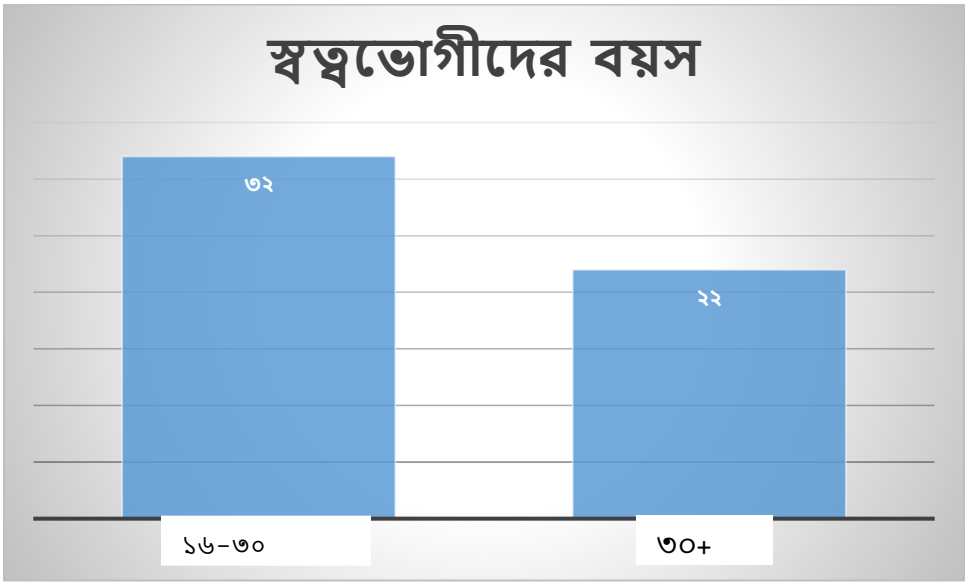

চিত্র ৩ বয়স অনুযায়ী স্বত্বভোগীদের বিন্যাস

উত্তরদাতাদের মধ্যে শুধু ১ জন ১৬ বছর বয়সী, তা ছাড়া বাকি সবাই প্রাপ্ত বয়স্ক এবং তাদের গড় বয়স ৩১। স্বত্বভোগীদের সবাই বাঙালি।

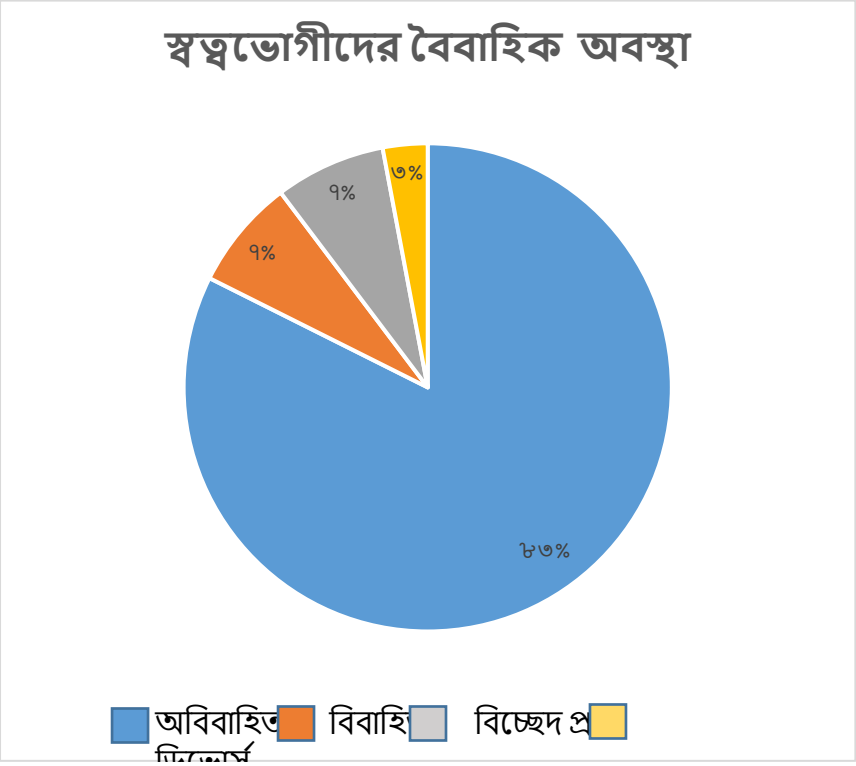

চিত্র ৪ স্বত্বভোগীদের বৈবাহিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪ জন স্বত্বভোগী বিবাহিত, ৪ জন বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং এক জন ডিভোর্স প্রাপ্ত।

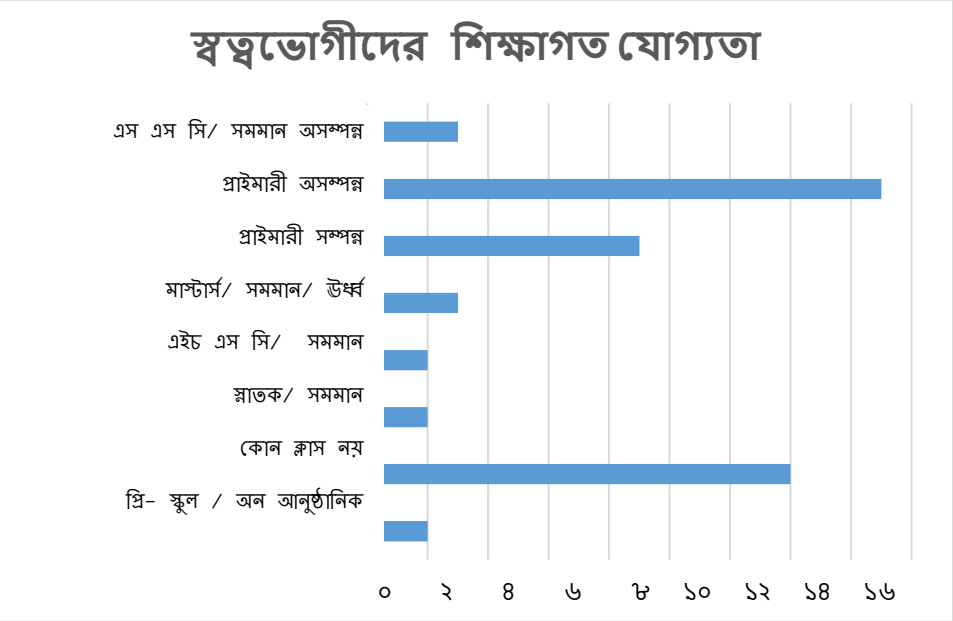

চিত্র ৫ স্বত্বভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র থেকে দেখা যায় ২ জন স্বত্বভোগী স্নাতক পর্যন্ত পরাশুনা করেছেন, বাকিরা হয় প্রাইমারী পর্যন্ত পরেছেন অথবা স্কুল এই যাননি। স্বত্বভোগীরা জানান যে তাদের মেয়েলি ব্যাবহার এর কারনে তারা স্কুল এ সহপাঠী ও শিক্ষক দের কাছ থেকে নানা তাচ্ছিল্য এর শিকার হন। এর ফলে তারা স্কুল এ যাওয়া বন্ধ করে দেন।

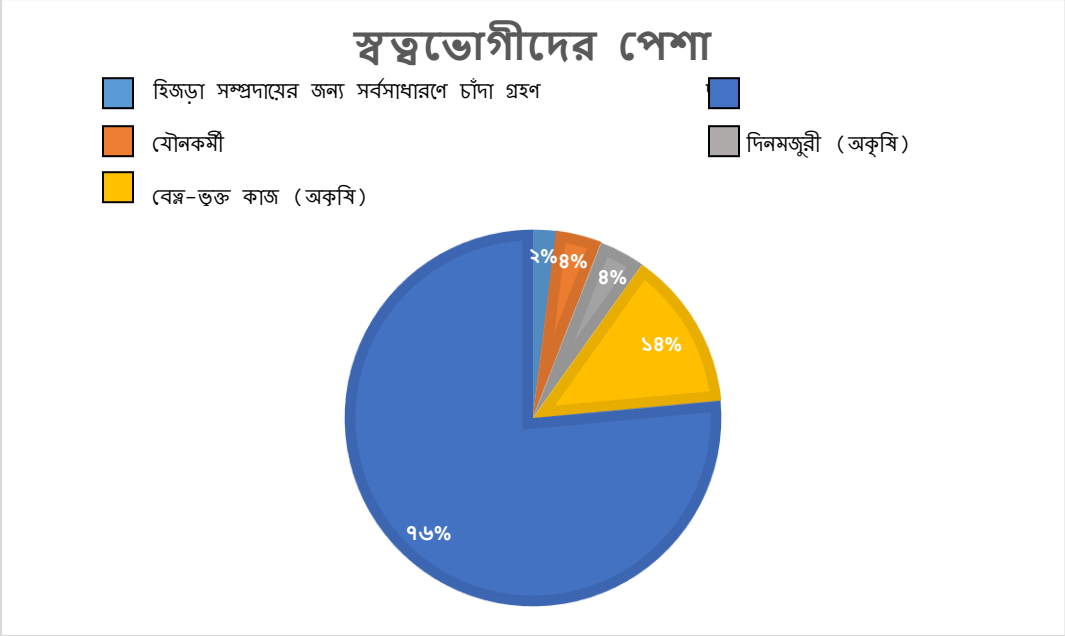

চিত্র ৬ স্বত্বভোগীদের পেশা

স্বত্বভোগীদের মধ্যে ৭৬% হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে চাঁদা গ্রহণ এর মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জন করেন। ১৪% উত্তরদাতা অকৃষি কর্মে নিয়োজিত এবং ২ জন স্বত্বভোগী যৌন কর্মী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন।

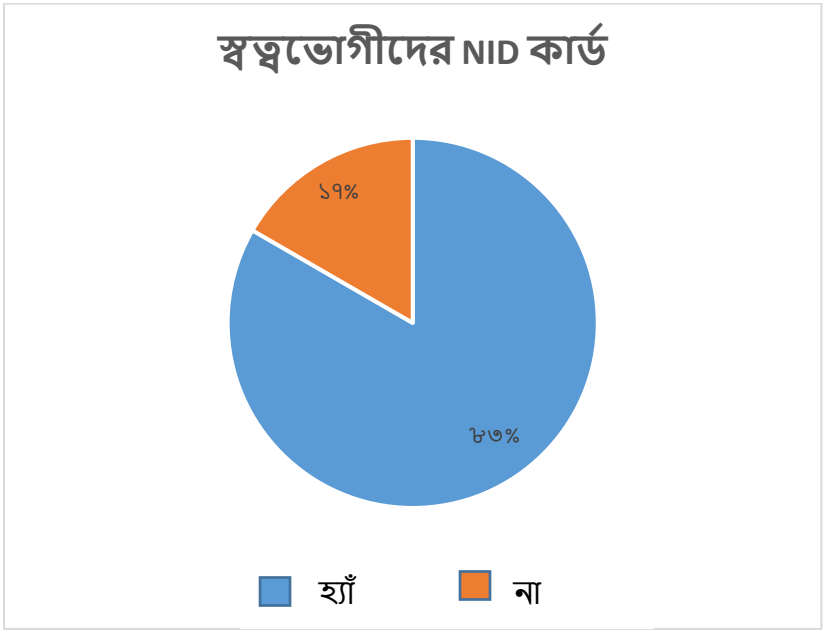

চিত্র ৭ স্বত্বভোগীদের NID

৫৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৭% এর NID কার্ড আছে। এক জন উত্তরদাতার সুবর্ণ কার্ড রয়েছে।

২.১.২ স্বত্বভোগীদের পরিবারের জনতাত্ত্বিক অবস্থাঃ

৩৭% স্বত্বভোগী একা থাকেন, ৪ জন অন্যান্য ট্রান্সজেন্ডার সদস্যদের সাথে বাস করেন এবং তাদের কে পরিবার মনে করেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শুধু একজন এস এস সি পাশ করেছেন, বাকি সদস্যরা কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

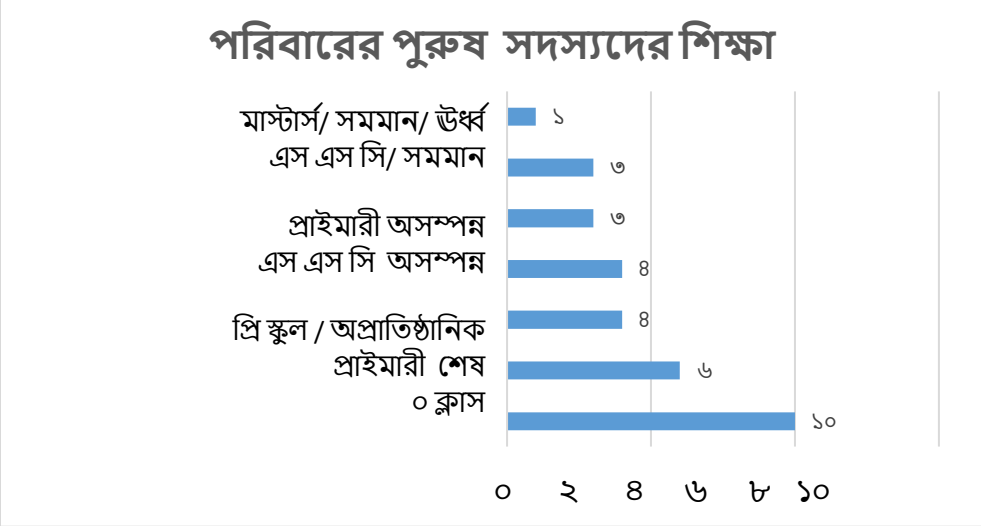

চিত্র ৮ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের শিক্ষা

স্বত্বভোগীদের পরিবারের ৩১ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের মাঝে শুধু ১ জন স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষিত। এক-তৃতীয়াংশ পুরুষ সদস্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

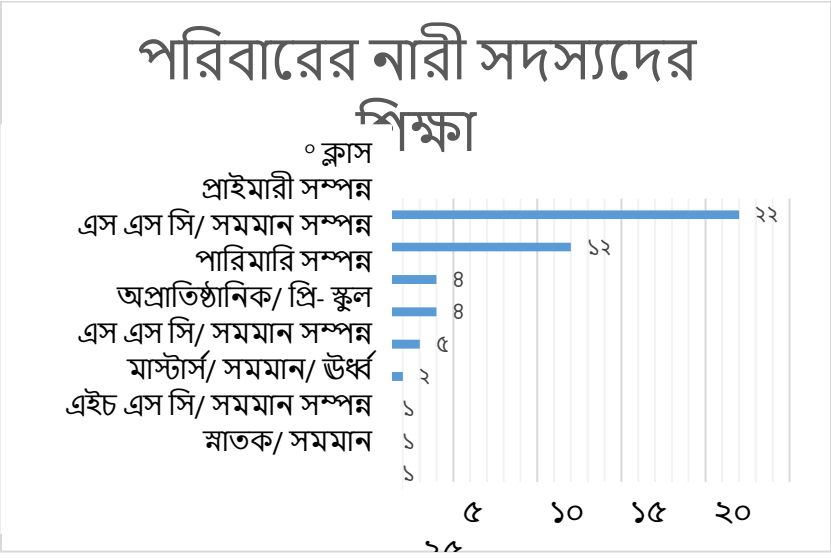

চিত্র ৯ নারী সদস্যদের শিক্ষা

পরিবারের ৫০ জন নারী সদস্যের মাঝে ২২ জন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, ২ জন স্নাতক পর্যায় এবং ১২ জন প্রাইমারী পর্যন্ত পরেছেন।

পরিবার এর পুরুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চাকরি, আত্ম-কর্মসংস্থান অথবা অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত।

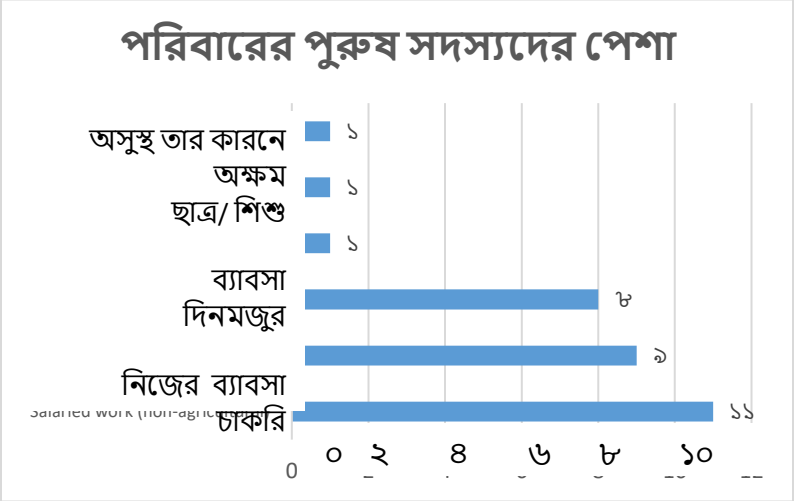

চিত্র ১০ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পেশা

স্বত্বভোগীদের পরিবারের নারী সদসসদের মাঝে ৮৮% নারী সদস্য বিনা বেতনে গৃহকর্মে নিয়জিত । ৫ মাত্র জন নারী সদস্য বেতন এর বিনিময়ে কর্মরত।

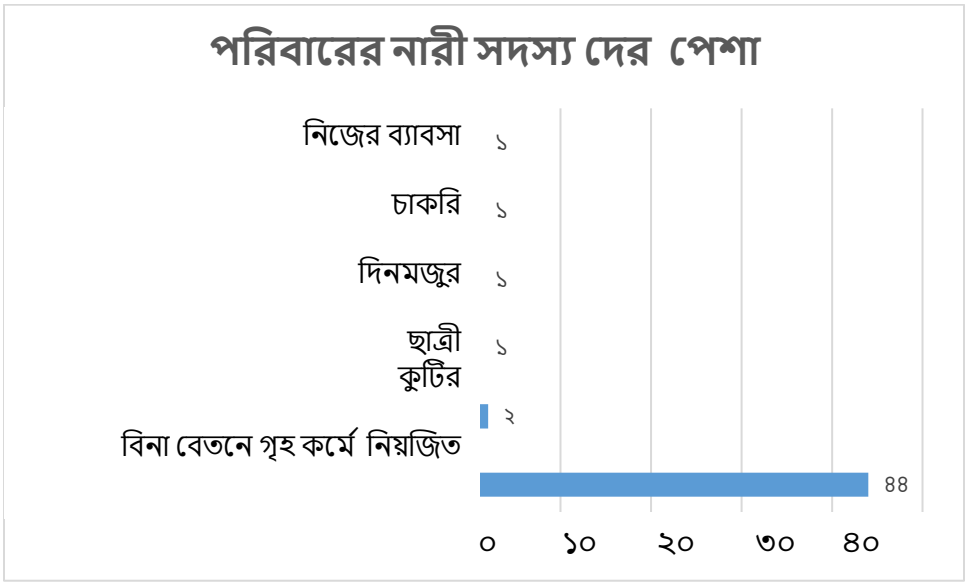

চিত্র ১১ পরিবারের নারী সদস্যদের পেশা

স্বত্বভোগীদের পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৪ জন প্রাইমারী এর পর স্কুল যাওয়া বাদ দেন এবং ১ জন কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি। স্বত্বভোগীদের পরিবারের একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সদসসএর বয়স ১৬ হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

২.১.৩ ভোগ, উৎপাদন এবং গবাদি পশু সম্পদ এর প্রাপ্যতা

স্বত্বভোগীদের মধ্যে ৪ জন নিজে তাদের ভিটে-বাড়ির মালিক, ১৯ জন স্বত্বভোগীর পরিবার ভিটে-বাড়ির মালিক।এর মধ্যে ৫৭.৮% এর মালিক পুরুষ।

৬ জন উত্তরদাতার পরিবার চাষযোগ্য জমি এর মালিক, যার সবকটি উত্তরদাতাদের পিতাদের মালিকানায়।

সব উত্তরদাতা এর নিজস্ব মোবাইল ফোন আছে।

নানা সামাজিক বৈষম্য এর কারনে ট্রান্সজেন্ডাররা তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত।

২.১.৪ বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা (ওয়াশ)

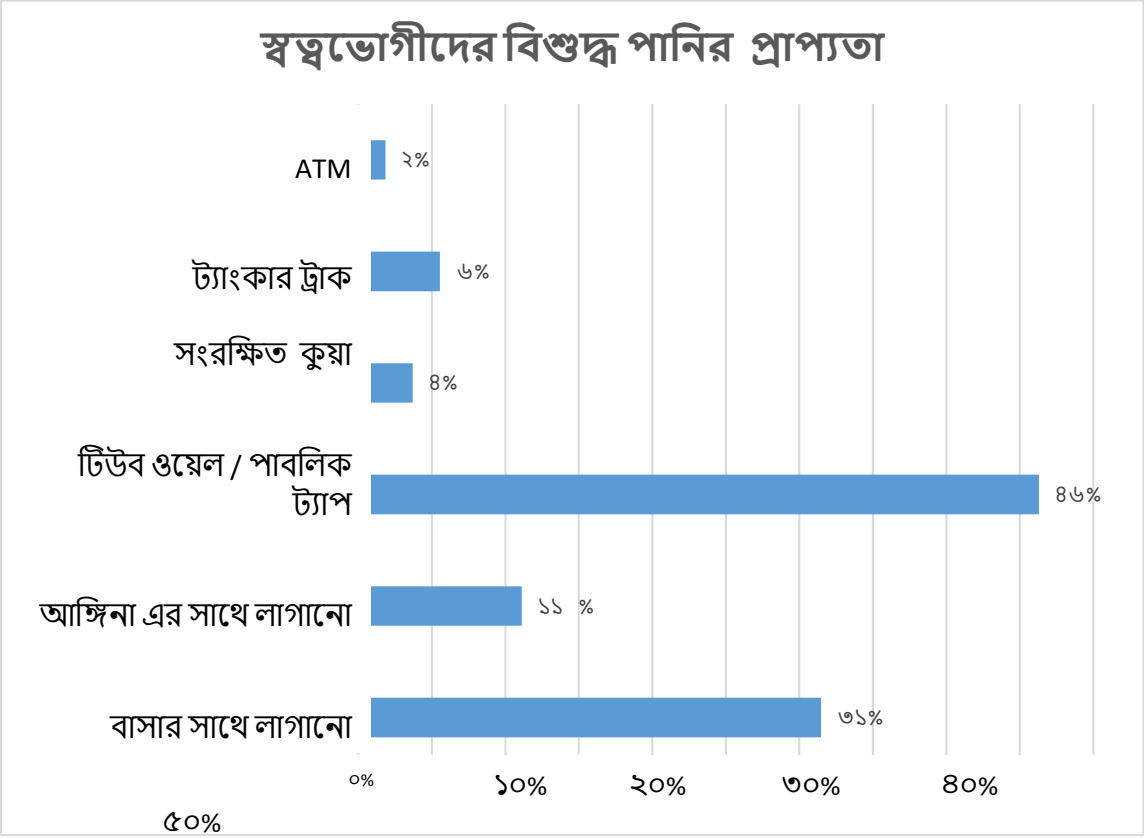

চিত্র ১২ বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা

১০০% উত্তরদাতা বিশুদ্ধ পানি এর সুবিধা পান, ৭৮% নিরাপদ রান্না, ৫৭% পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ৫৭% টয়লেট ব্যবহারের জন্য এবং ৮০% গোসল এর জন্য নিরাপদ পানির সুবিধা পান।

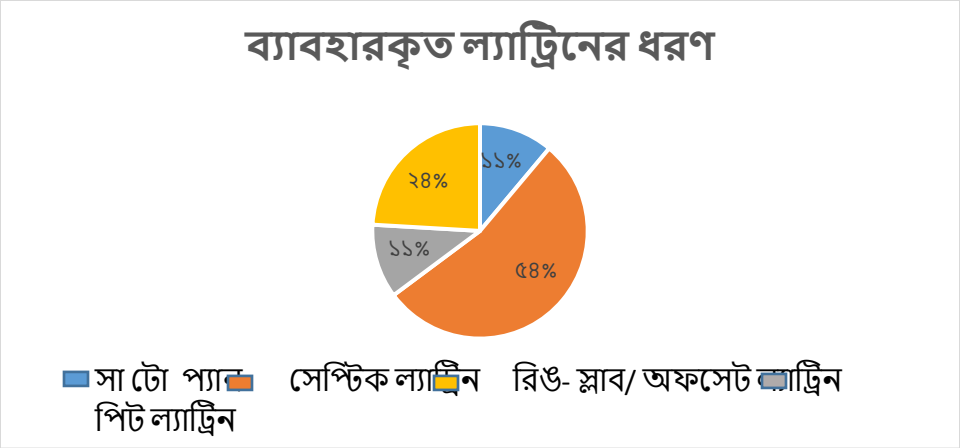

চিত্র ১৩ ব্যাবহারকৃত ল্যাট্রিন এর ধরন

৫৪% উত্তরদাতার বাসায় নিজস্ব ওয়াশরুম আছে। ৪৬% উত্তরদাতা কমিউনিটি ওয়াশরুম ব্যাবহার করেন।

২.১.৫ পারিবারিক আয় ও ব্যয়

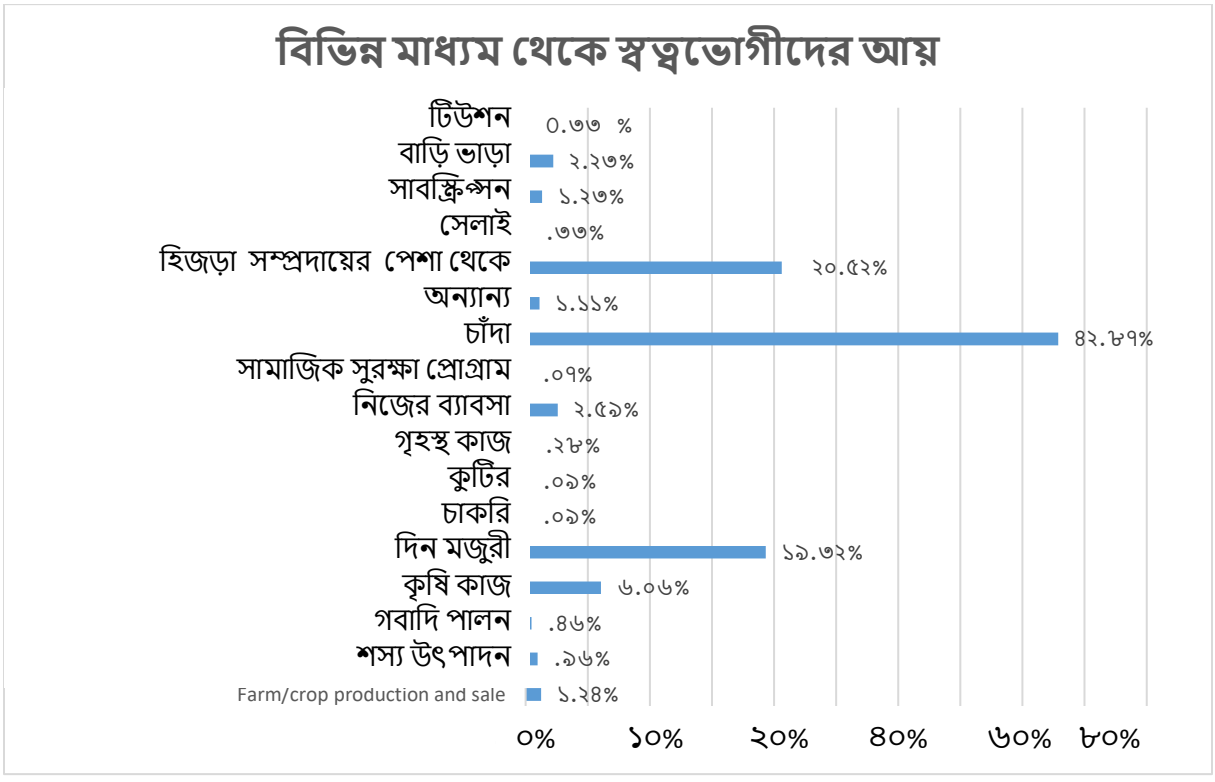

চিত্রঃ আয় এর মাধ্যম

গত এক বছরে স্বত্বভোগীদের সবচেয়ে বেশি আয় হয়েছে হিজড়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে চাঁদা আদায় এর মাধ্যমে। এর কারন ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য গতানুগতিক কাজের সুযোগ কম। ট্রান্সজেন্ডার/ হিজড়া ব্যাক্তিরা নবজাতকদের আশীর্বাদ করার মাধ্যমে যে আয় করেন, তার মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্চ্চ আয় ছয়েছে উত্তরদাতাদের। চাকরিজীবী (বেতন ভুক্ত কাজ/ আত্ম-কর্মসংস্থান) স্বত্বভোগী মাসিক ২০,১৯২ টাকা আয় করেন। যেসব স্বত্বভোগীর কোন প্রাতিষ্ঠানিক উপার্জনের সুযোগ নেই, তারা মাসিক ১৫,৫০১ টাকা, যৌনকর্মে নিয়োজিত স্বত্বভোগীরা মাসিক ১৬,০০০ টাকা আয় করেন।

মাসিক ব্যয় গড়ে ১৬,৪২১ টাকা, যার মধ্যে খাদ্য খাতে গড়ে ৬৮০৩ টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৭,৮৬৩ টাকা ব্যয় হয়। স্বত্বভোগীদের মধ্যে ২৩ জন বার্ষিক গড় ৪০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ এ খরচ করেন।

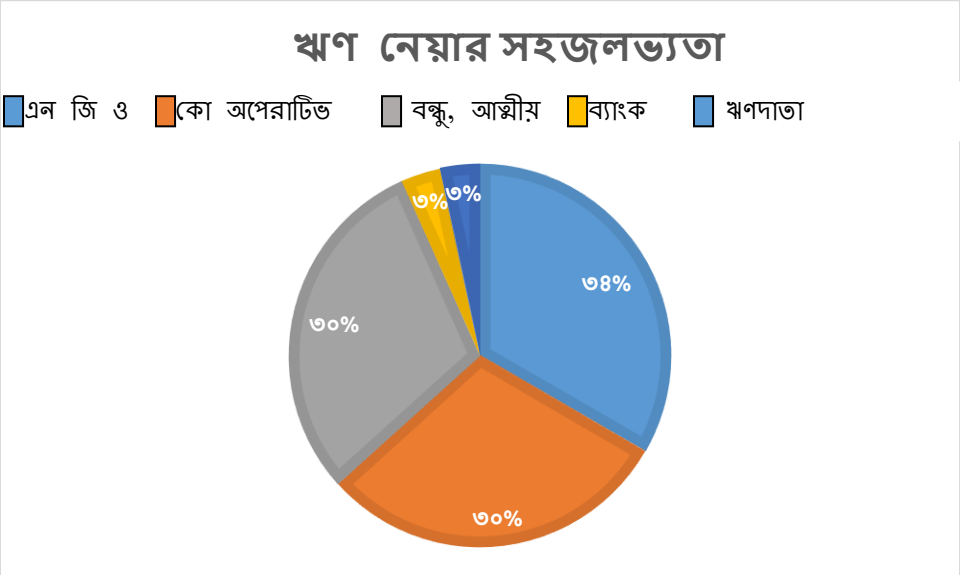

চিত্র ১৫ ঋণ নেয়ার সহজলভ্যতা

গত ১২ মাসে ২৭ জন স্বত্বভোগীর ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয়। এন জি ও, কো অপারাটিভ ও ব্যাংক স্বত্বভোগীদের ঋণ দেয়ার মূল উৎস।

২.১.৬ স্কুল থেকে ঝরে পরা

গত ১ বছরে ৪২.৫% স্বত্বভোগীর পরিবারের শিশুরা স্কুলে যাওয়া বাদ দেয় । ১২ জন উত্তরদতার পরিবারে ছেলে মেয়ে উভয়ে, ৬ জন এর পরিবারে শুধু মেয়ে ও ৫ জন এর পরিবারে শুধু ছেলে স্কুলে যাওয়া বাদ দেয়।

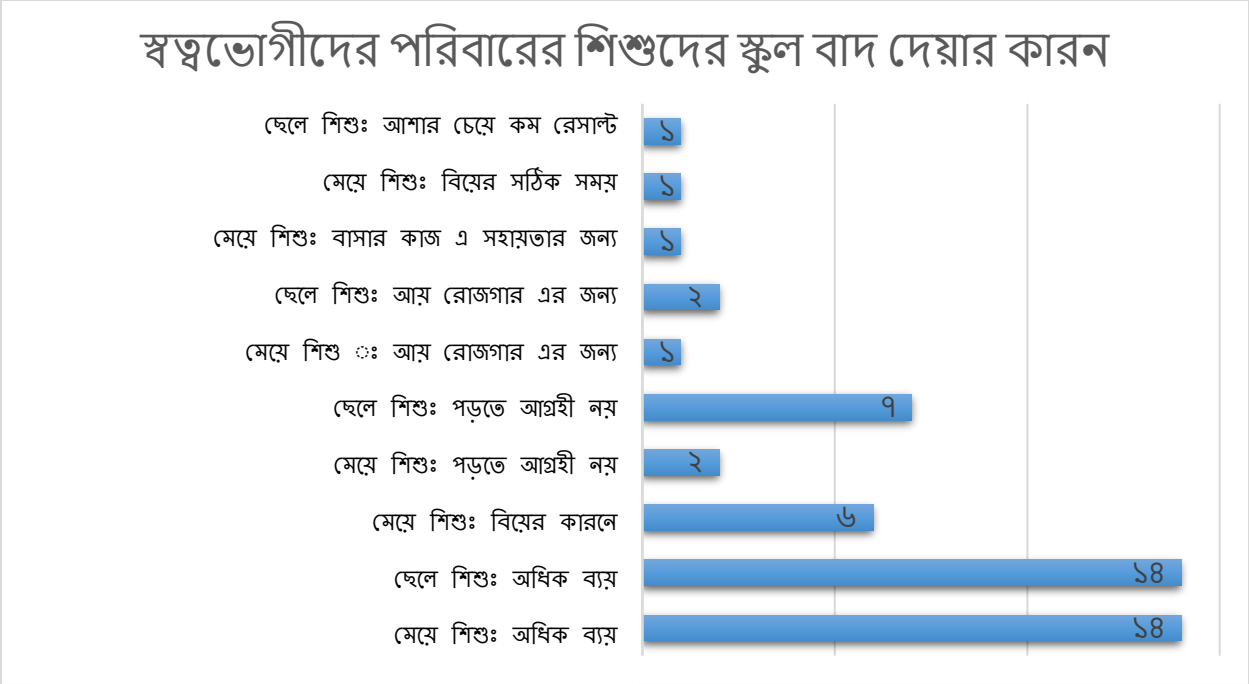

চিত্র ১৬ স্কুল বাদ দেয়ার কারন

২.২ স্বত্বভোগী দের উপলব্ধি ও আচার

২.২.১ পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কে উপলব্ধি ও রীতি

৭৯% উত্তরদাতা মনে করেন তাদের পরিবারের নারী পুরুষ উভয়ই এস এস সি এর পর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু চিত্র ৮ ও ৯ এ পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে।

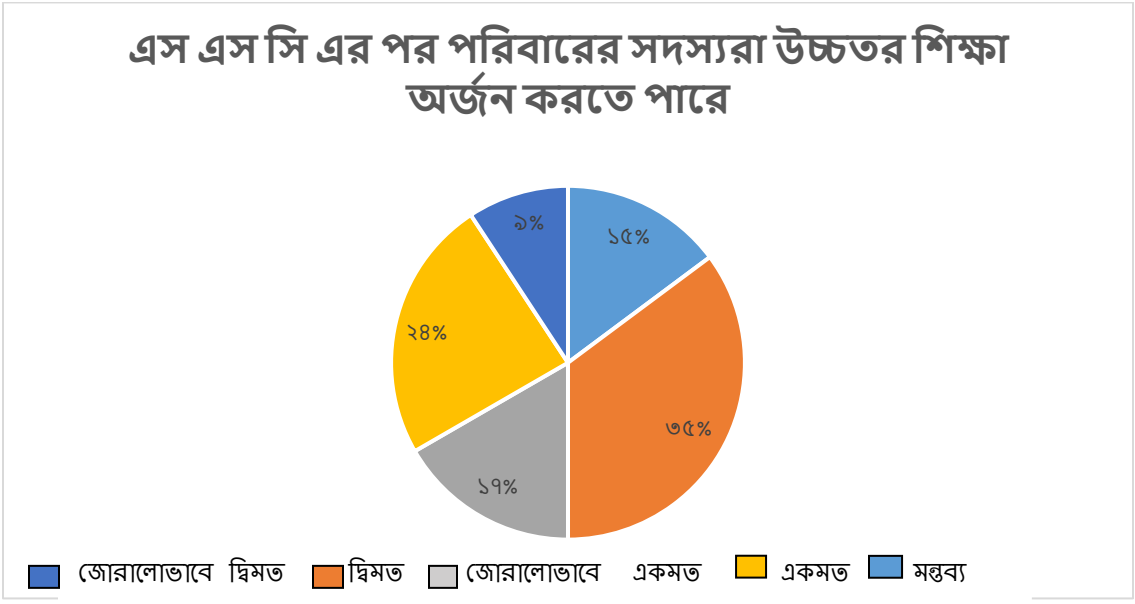

চিত্র ১৭ এস এস সি এর পর পরিবারের সদস্যরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

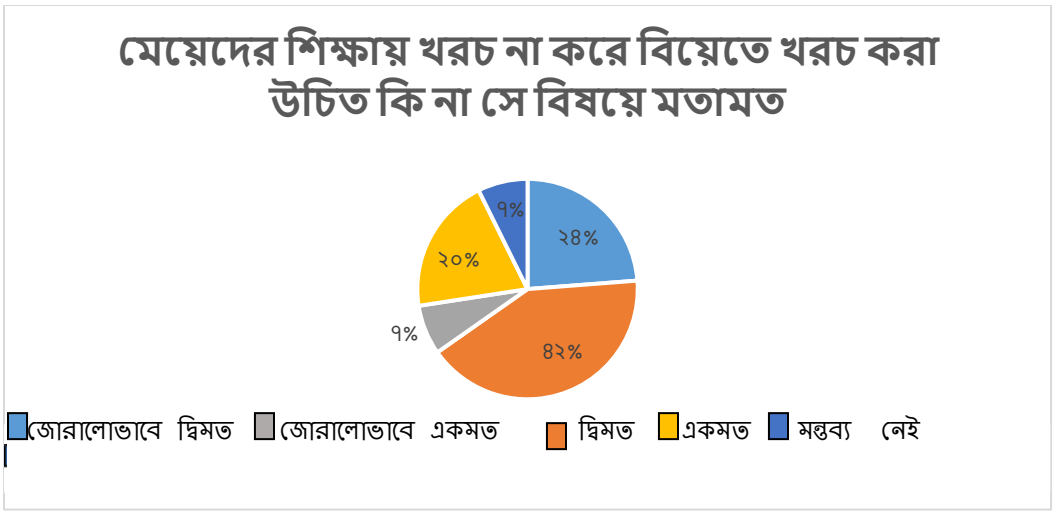

চিত্র ১৮ শিক্ষার বদলে মেয়েদের বিয়েতে খরচ করা উচিত কি না

৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন না যে একজন নারীর শিক্ষার চেয়ে বিয়েতে অর্থ খরচ করা উত্তম। এর থেকে বোঝা যায় লাভবানেরা সমাজ এ তাদের অবস্থার উন্নতি এর জন্য শিক্ষাকেই সর্বচ্চ গুরুত্ত দেন।

২.২.২ পরিবারের নারী সদস্যদের কর্মজীবন এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতি

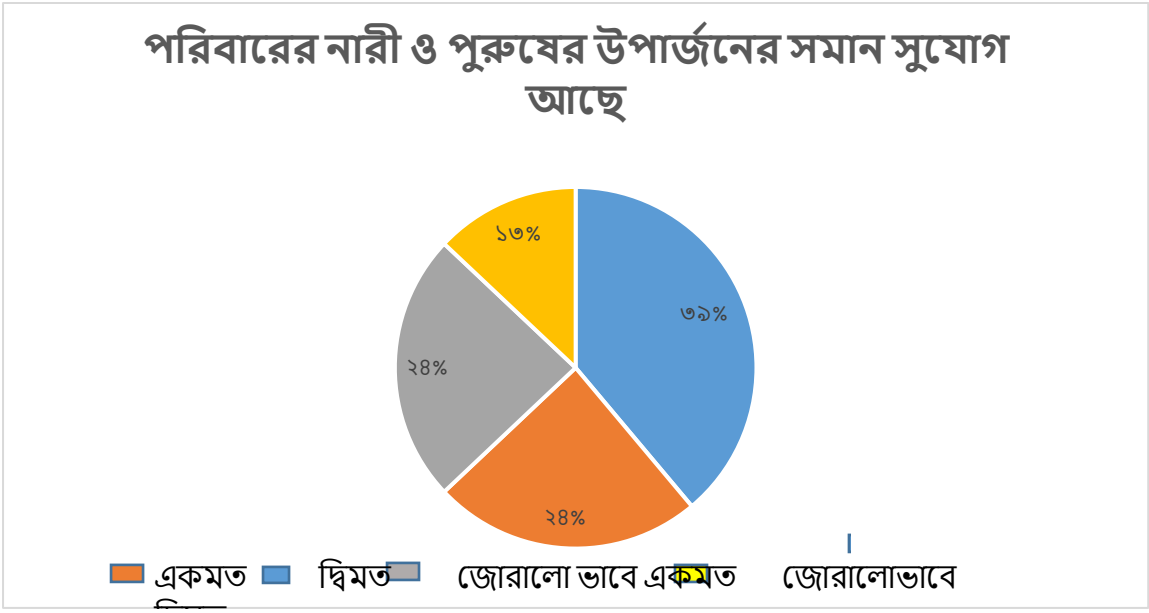

চিত্র ১৯ পরিবারের নারী পুরুষের সমান উপার্জনের সুযোগ

স্বত্বভোগীদের ৬৩% এই বিবৃতি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন যে তাদের পরিবারের পুরুষ ও নারী উপার্জনের এর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পান।

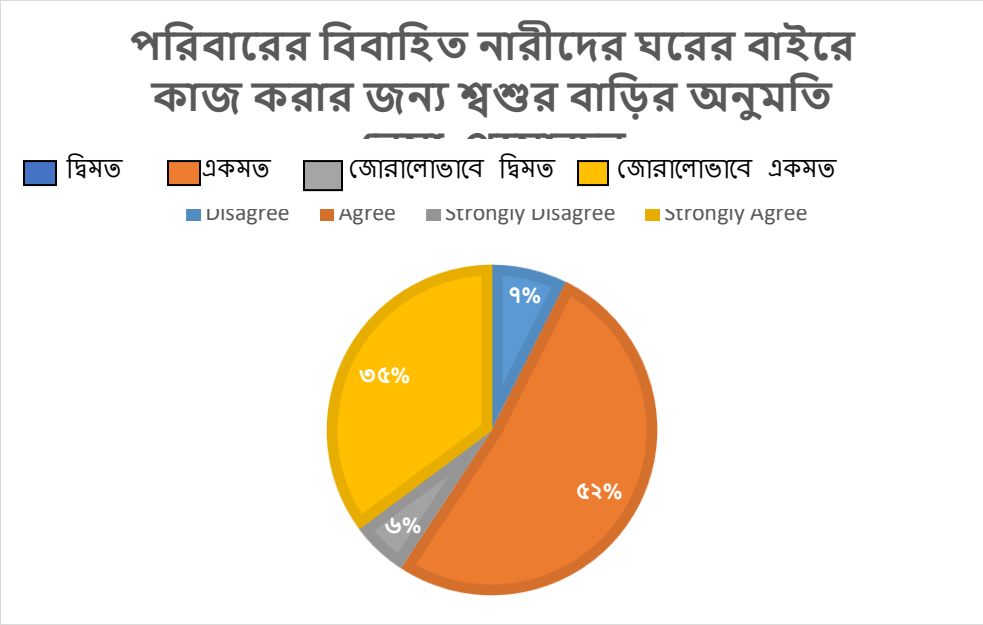

চিত্র ২০ পরিবারের বিবাহিত নারীদের বাইরে কাজ করার জন্য শ্বশুর বাড়ির অনুমতি প্রয়োজন কি না

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৩% বিশ্বাস করেন যে বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে বিবাহিত নারীদের তাদের স্বামীর ও তার পরিবার এর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।

২.২.৩ পরিবারের নারী সদস্যদের স্বাস্থ্য এর প্রতি রীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গি

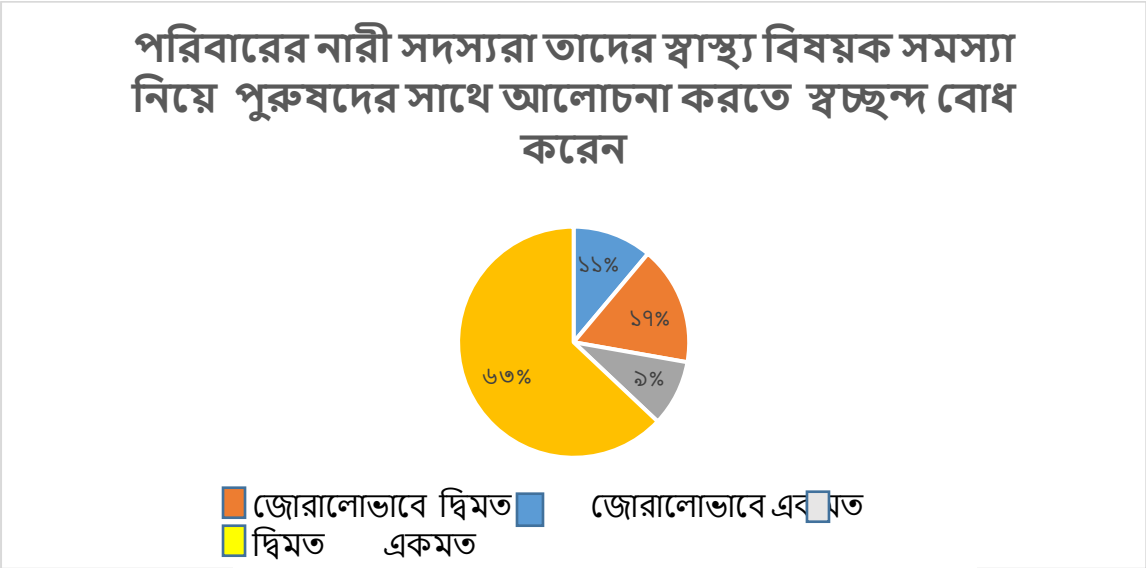

চিত্র ২১ পুরুষদের সাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করতে পরিবারের নারীরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন

৮০% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে পরিবারের নারী সদস্যরা পুরুষদের সাথে তাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

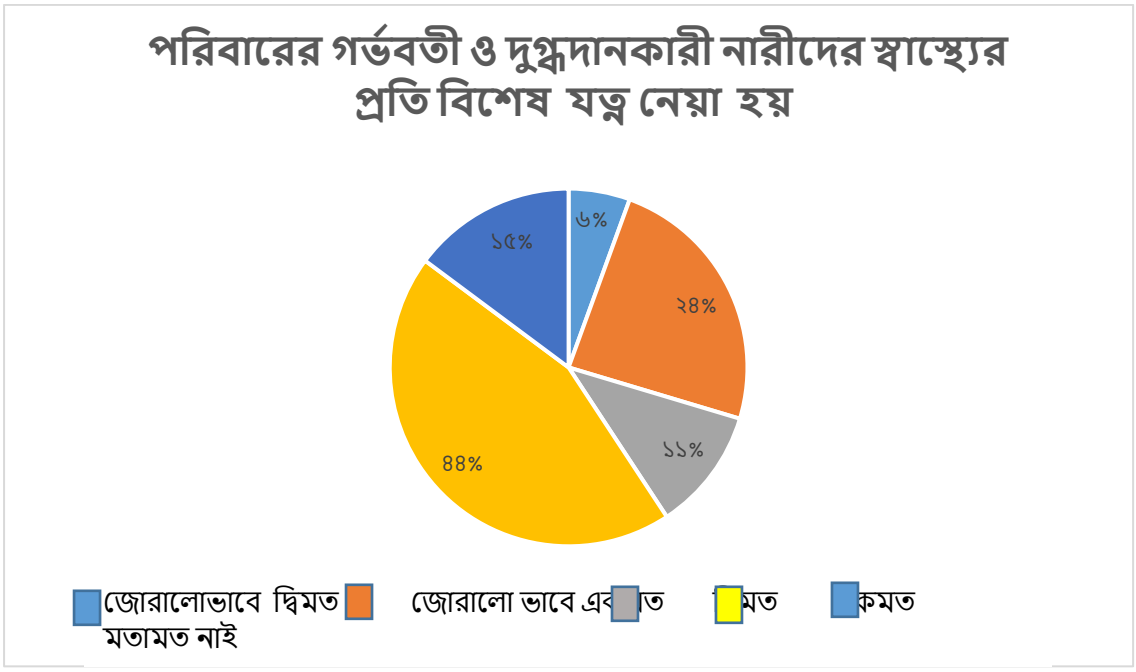

চিত্র ২২ গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারী নারীদের যত্ন

৫০% উত্তরদাতা এর মতে তাদের পরিবারে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয় । ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন ঋতুস্রাব এর সময় পরিবার এর অন্য সদস্য দের তুলনায় মেয়েদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ।

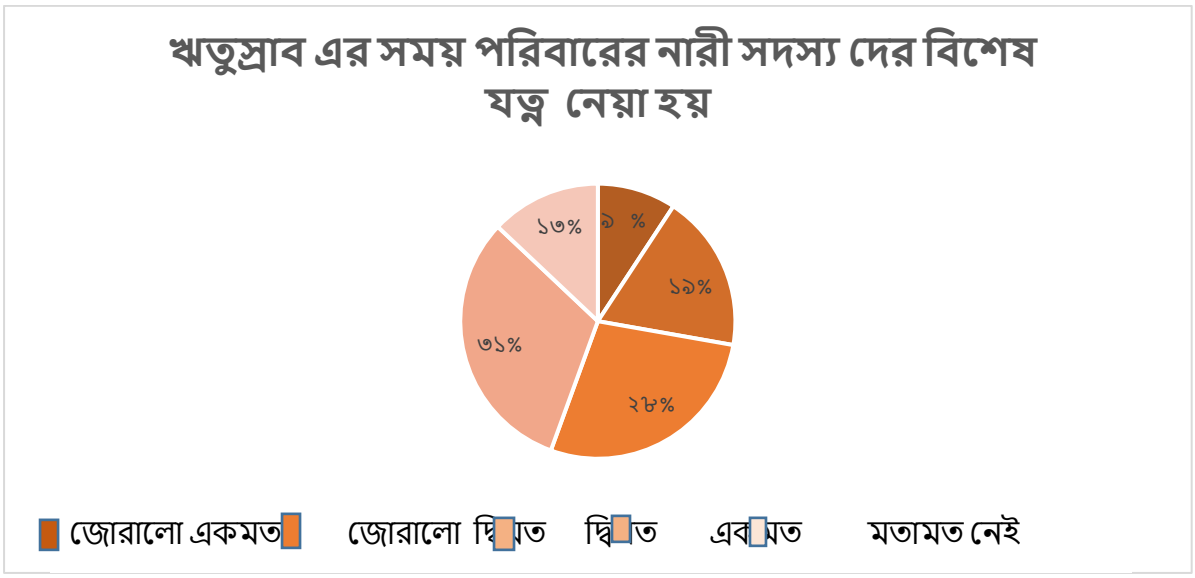

চিত্র ২৩ ঋতুস্রাব এর সময় পরিবারে নারীদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

২.২.৪ বিয়ের প্রতি রীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গি

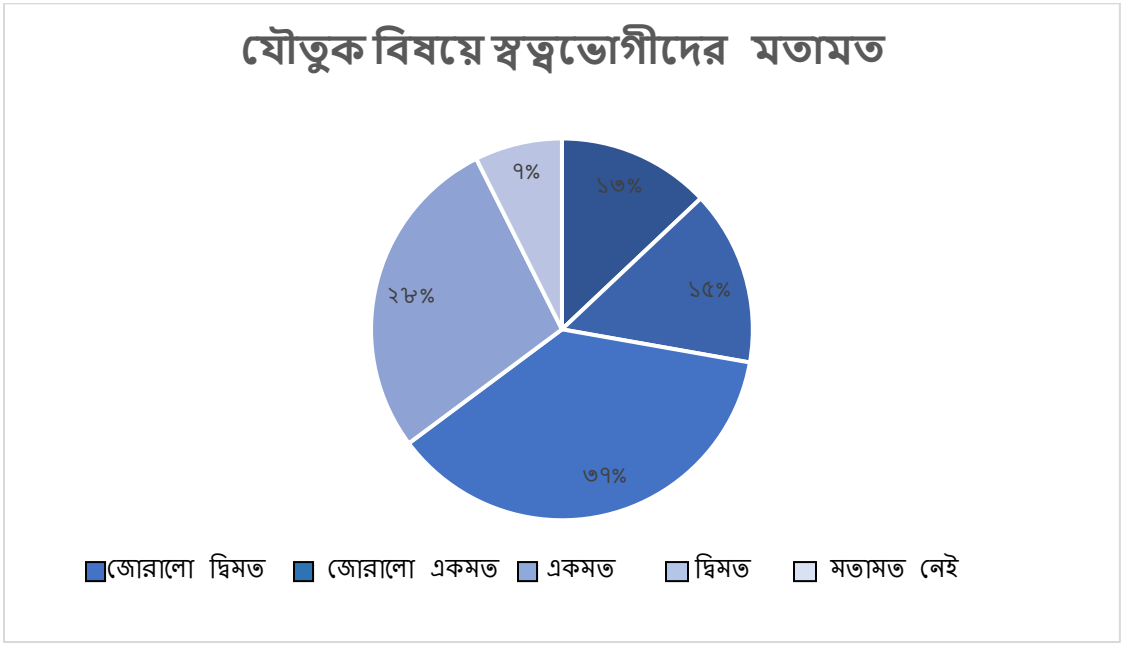

চিত্রঃ স্বত্বভোগীদের যৌতুক বিষয়ক মতামত।

৫২% উত্তরদাতা মনে করেন মেয়েদের ভালো বিয়ের জন্য যৌতুক দেয়া জরুরি। এ ধরনের মতামত উদ্বেগজনক কারন বিয়ের সময় বরের পরিবারকে অর্থ দেয়া দেশের আইন অনুযায়ী নিশিদ্ধ।

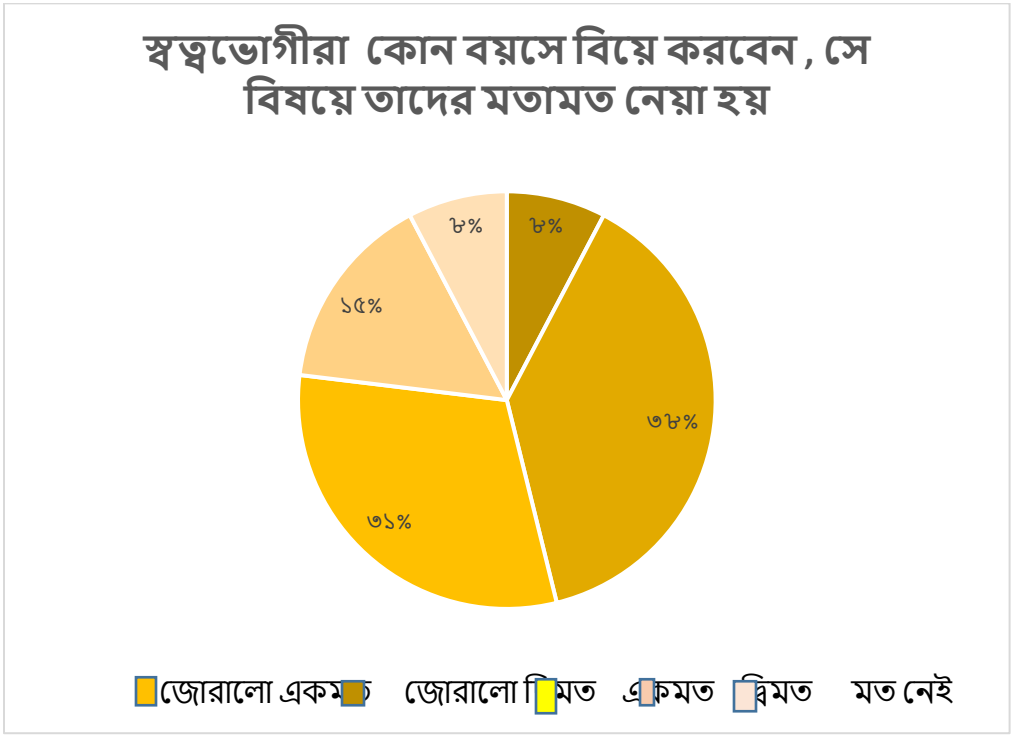

চিত্র ২৫ কোন বয়সে বিয়ে হবে সে ব্যাপারে মত নেয়া হয় কি না

অর্ধেকের বেশি স্বত্বভোগী উল্লেখ করেন যে, তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ৮% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে কোন বয়স এ তাদের বিয়ে দেয়া হবে, সে ক্ষেত্রে তাদের মতামত কে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

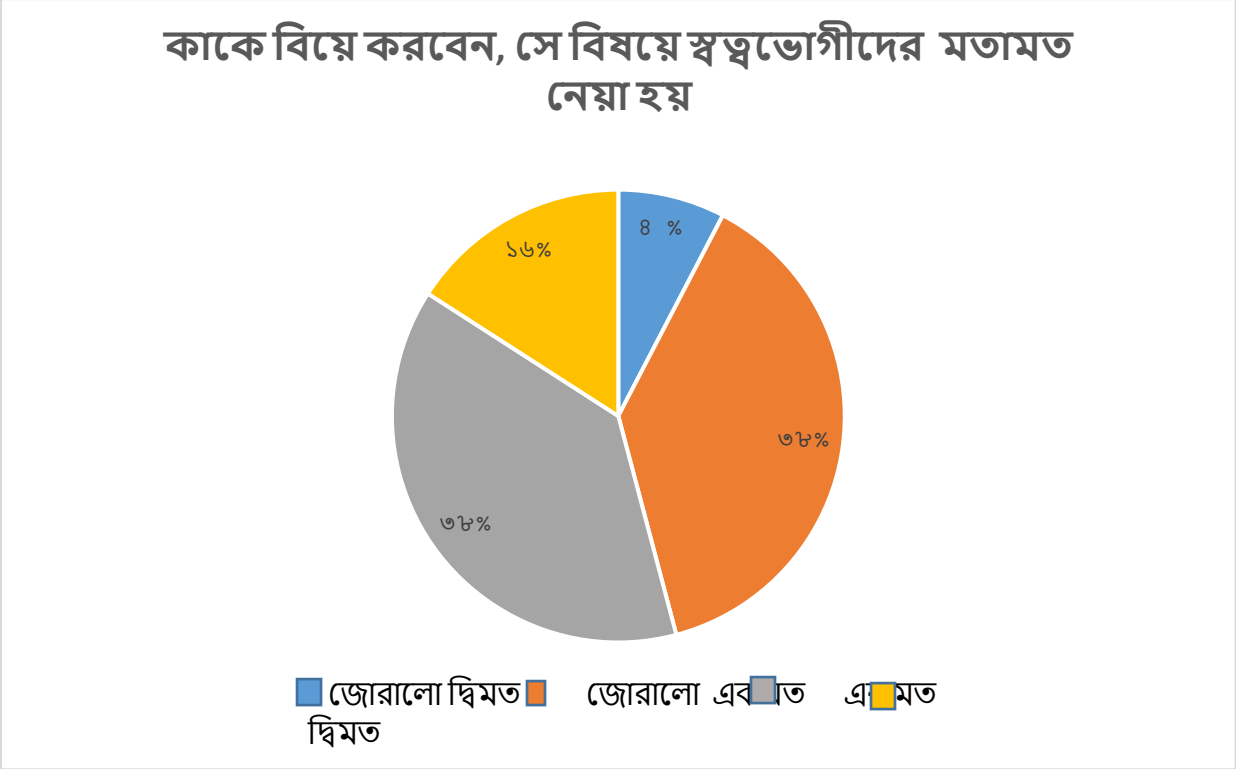

চিত্রঃ কাকে বিয়ে করবেন সে বিষয়ে স্বত্বভোগীদের মতামত নেয়া হয় কি না

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৪% উল্লেখ করেন যে কাকে তারা বিয়ে করবেন, সে ব্যাপারে তাদের মতামত নেয়া হয়। ট্রান্সজেন্ডাররা তাদের প্রেমের সম্পরকগুলো নিয়ে নানাবিধ সমস্যা এর সম্মুখীন হন। ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সম্পর্ককে সামাজিক ও আইনগত ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া। অনেক উত্তরদাতা তাদের সম্পর্ক এর কারনে পুলিশের হয়রানির শিকার হয়েছেন কারন তাদের সঙ্গির পরিবারের সদস্যরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

২.৩ অধিকার হনন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

৭৭% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে, নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার এর ব্যাপারে তারা অবহিত। তাদের অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে যেসব উত্তর পাওয়া যায়, তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হল।

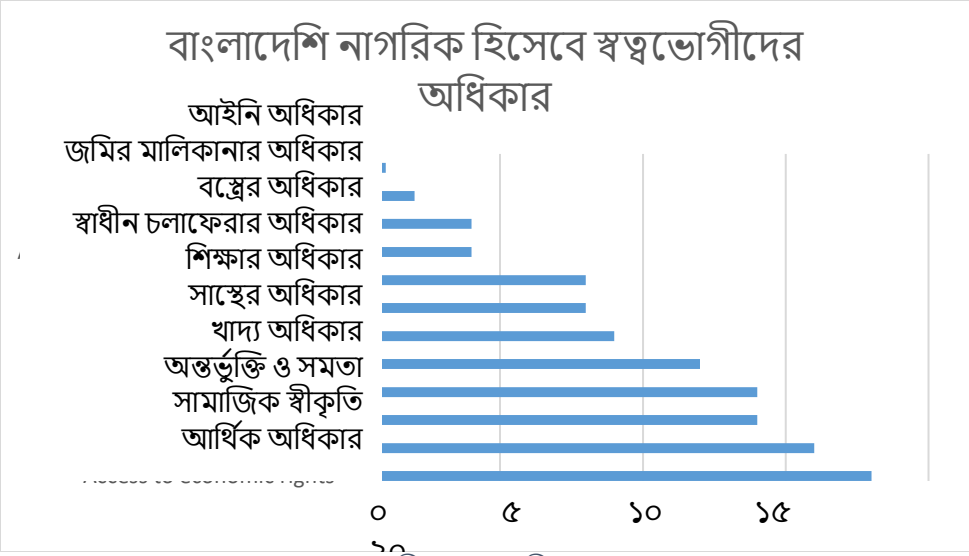

চিত্র ২৭ মানবাধিকার

উত্তরদাতাদের মতে "আর্থিক অধিকার" , "সামাজিক স্বীকৃতি" এবং "অন্তর্ভুক্তি ও সমতা"- এ তিনটি অধিকার একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে তাদের প্রাপ্য ।

২.৪ লিঙ্গ সমতা এর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি

২.৪.১ লিঙ্গ সমতা এর ব্যাপারে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি

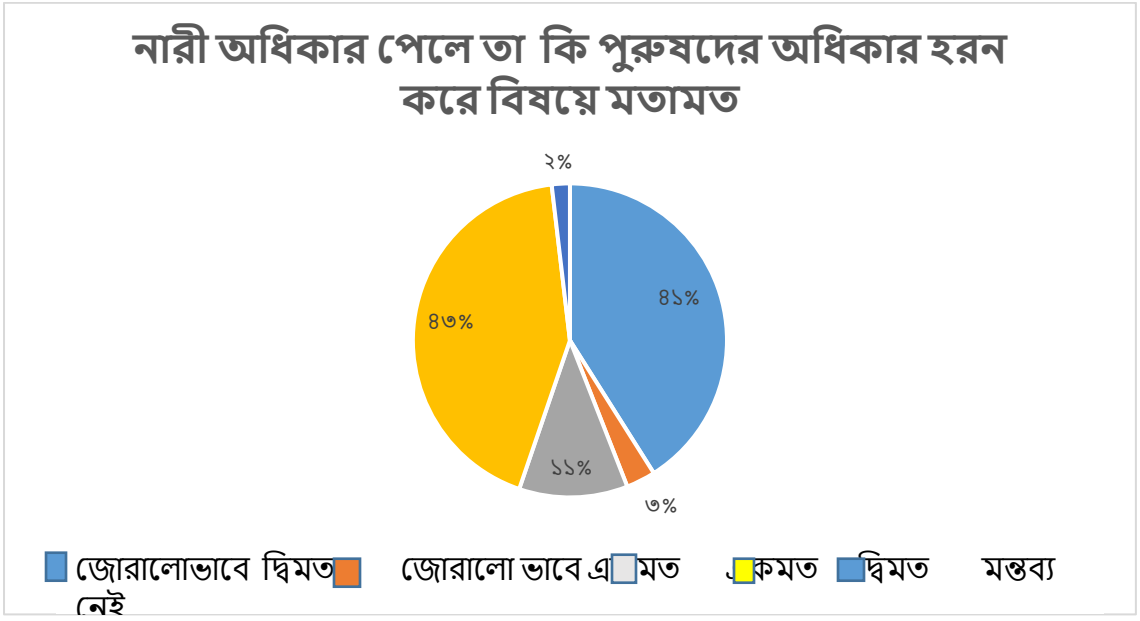

চিত্র ২৮ নারীর অধিকার পেলে তা পুরুষ এর অধিকার হরন করে কি না?

৮৪% উত্তরদাতা মনে করেন না যে নারী অধিকার পেলে তা পুরুষের অধিকার পরস্পর স্বতন্ত্র, এবং নারী অধকার পেলে তা পুরুষের অধিকার হরন করে না।

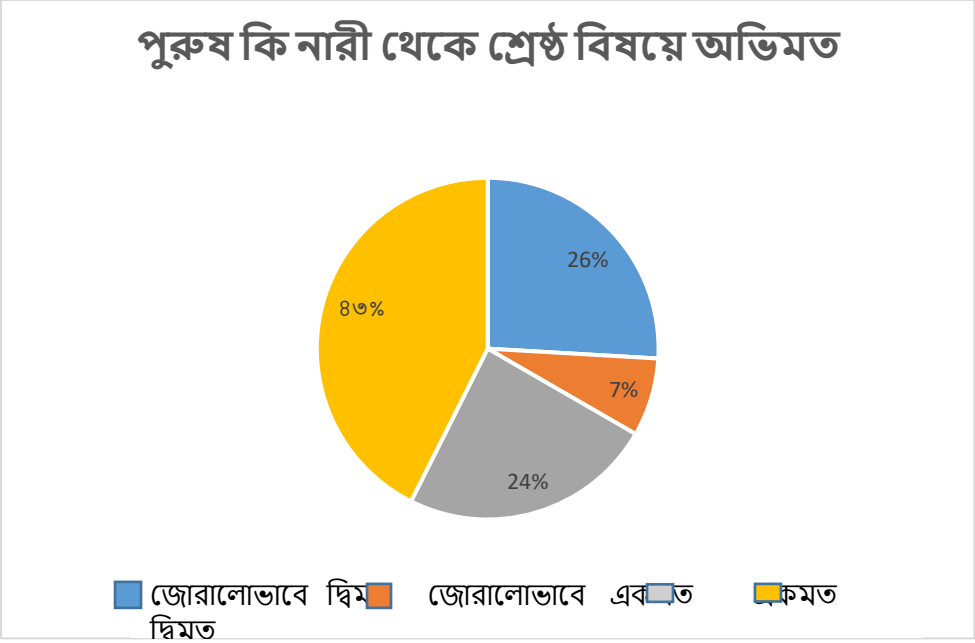

চিত্রঃ পুরুষ কি নারী থেকে শ্রেষ্ঠ

৩১% উত্তরদাতা মনে করেন নারী থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। একটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হওয়ার কারনে তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিতে পারে।

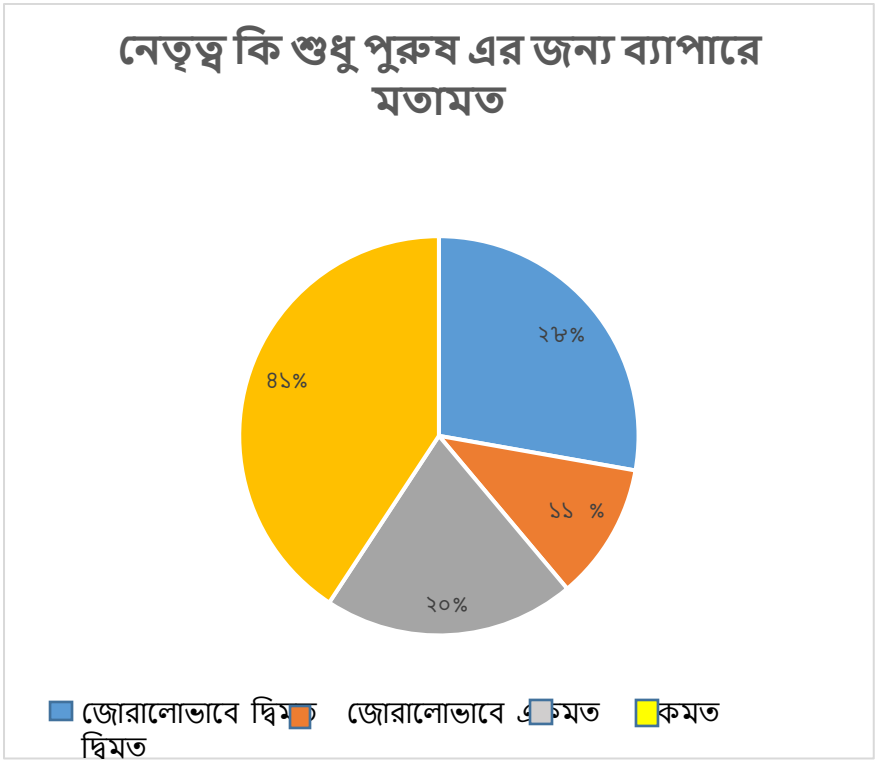

চিত্র ৩০ নেতৃত্ব শুধু পুরুষ এর জন্য ব্যাপারে অভিমত

৩১% উত্তরদাতা মনে করেন শুধু পুরুষ নেতৃত্ব দিতে পারে। ৭১% উত্তরদাতা মনে করেন পুরুষেরা গৃহস্থকর্মে অংশ নিতে পারেন।

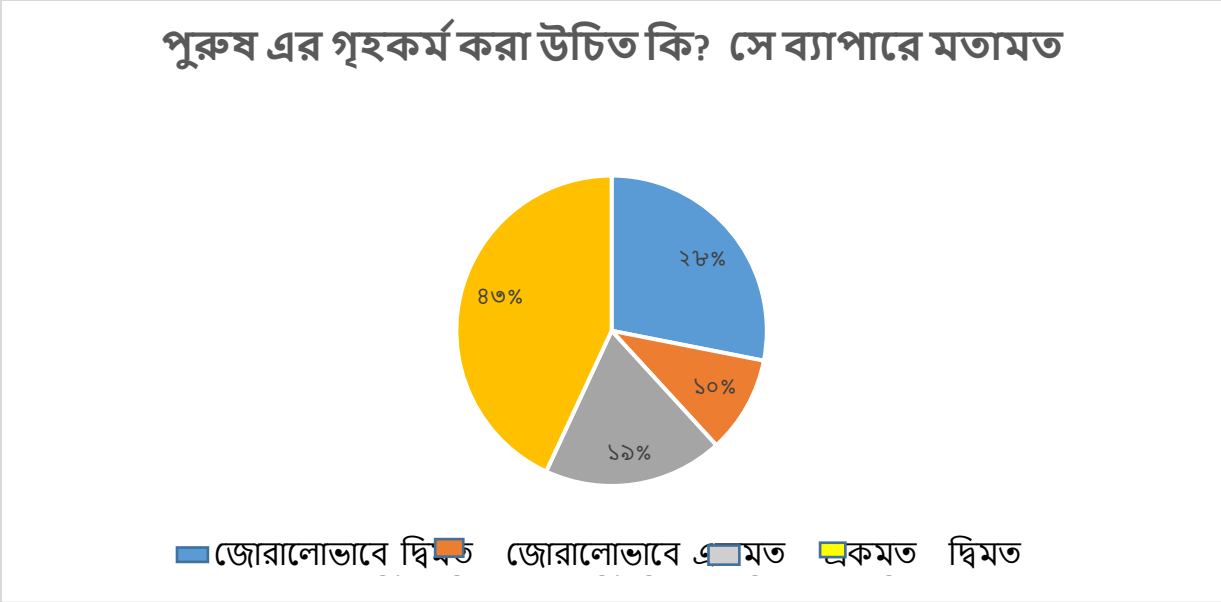

চিত্রঃ পুরুষ এর গৃহ কর্ম করা উচিত কি না

৪৮% উত্তরদাতা মনে করেন না যে মেয়েরা পুরুষদের মত কাজ করতে সক্ষম, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হওয়ার পরিনাম স্বরূপ হতে পারে।

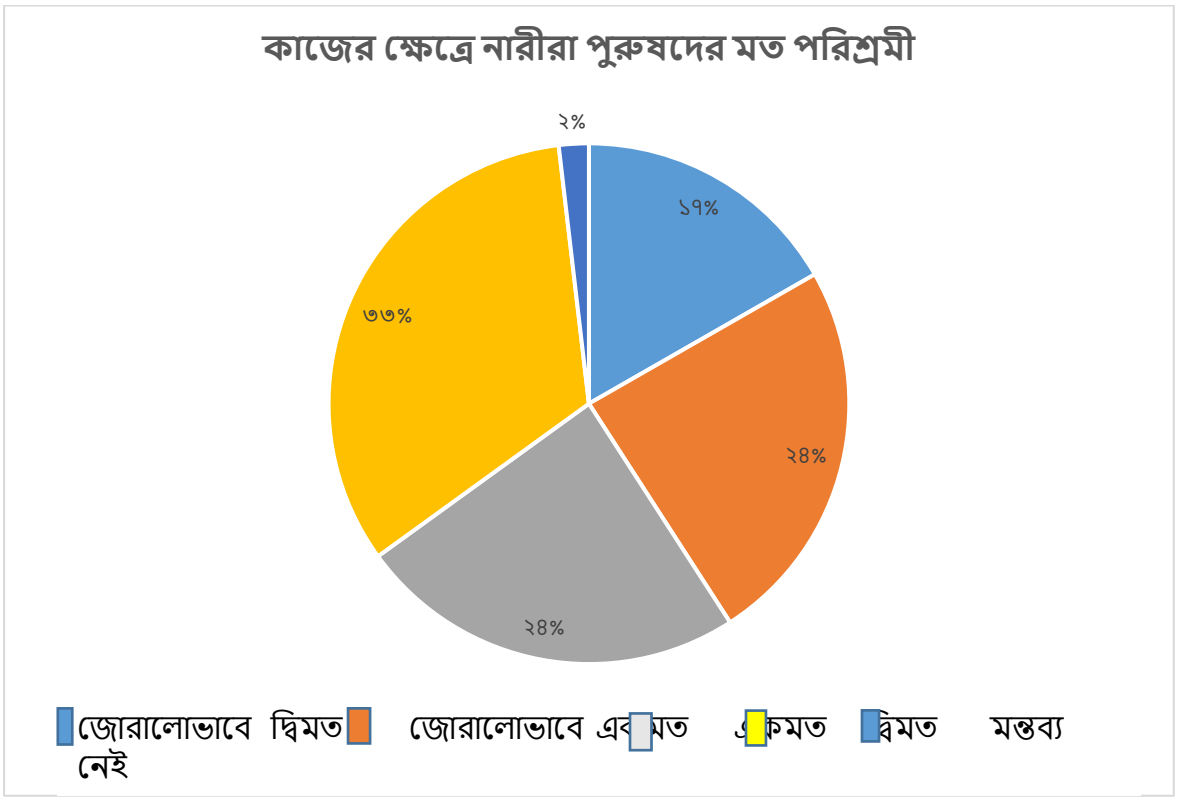

চিত্র ৩২ নারী কি পুরুষ এর মত পরিশ্রমী কি না?

৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন না যে শুধু পুরুষ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রাখে ও নারীর উচিত তা মেনে চলা।

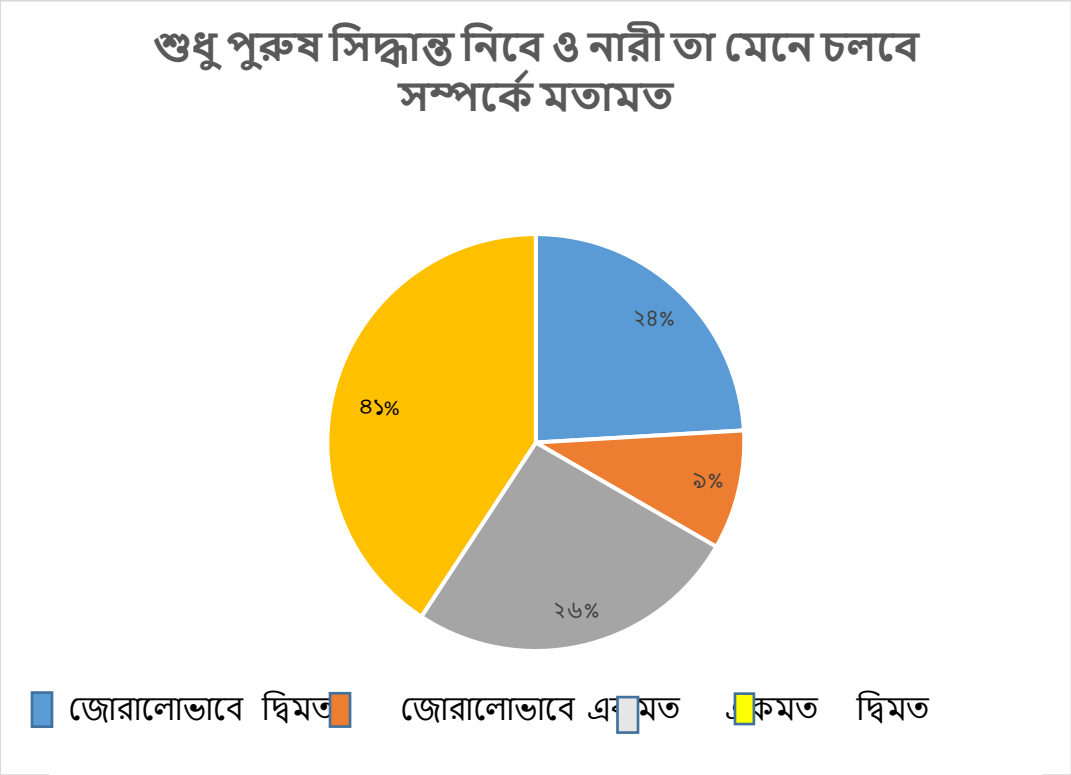

চিত্র ৩৩ পুরুষ সিদ্ধান্ত নিবে ও নারী তা মেনে চলবে।

২.৪.২ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে ধারনা/ মতামত/ জ্ঞান

লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জানা যায় যে, স্বত্বভোগীরা লিঙ্গ সমতার অনেক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখেন। তবে গৃহস্থ ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা বিষয়ে তাদের ধারণা ততটা স্পষ্ট নয়।

৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন না যে পরিবার এর নারী অন্য পুরুষ এর সাথে কথা বললে পরিবারের পুরুষ সদস্য তাকে মারধর করার অধিকার রাখেন।

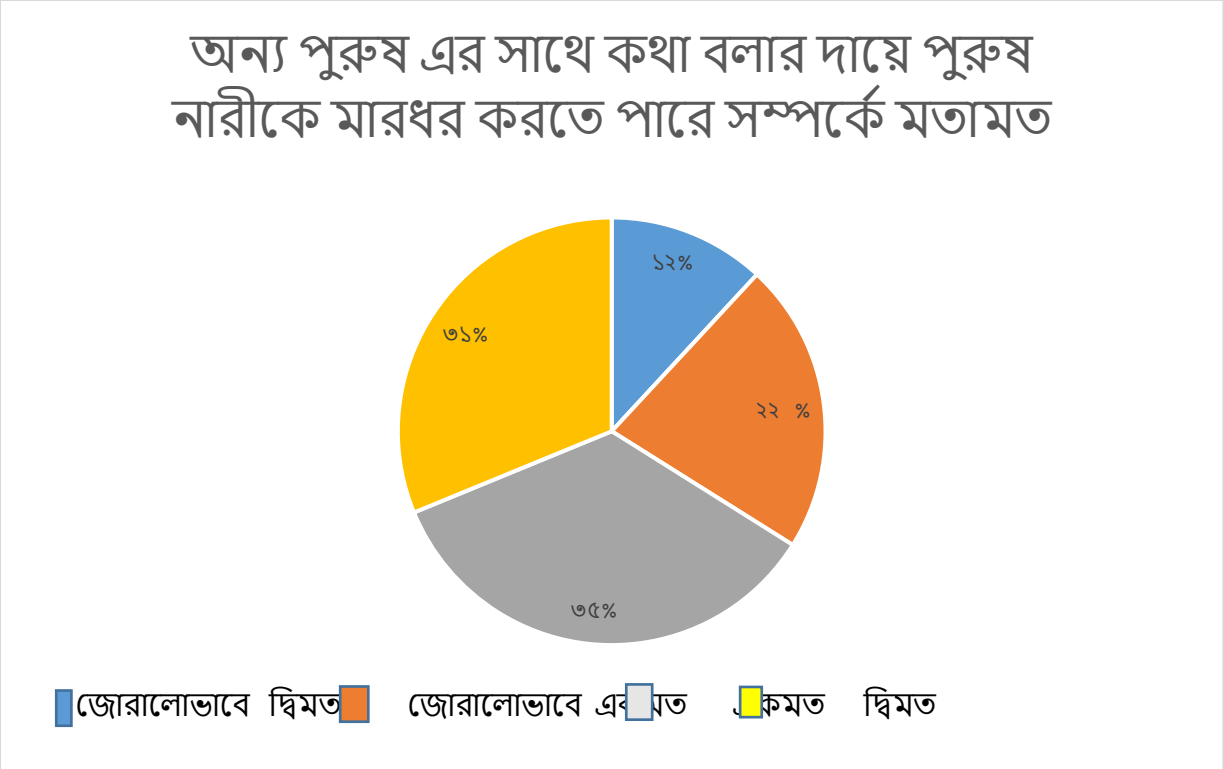

চিত্র ৩৪ পরিবারের পুরুষ নারীকে অন্য পুরুষ এর সাথে কথা বলার দায়ে মার ধর করতে পারে?

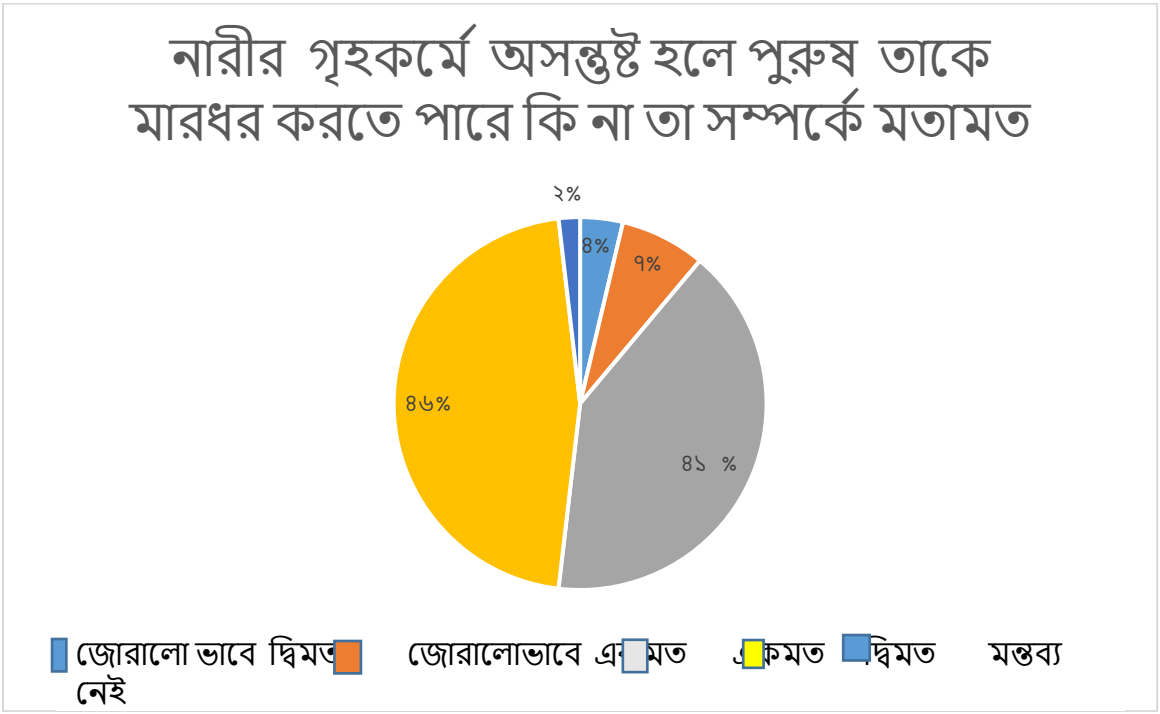

চিত্র ৩৫ নারীর গৃহস্থকর্মে খুশি না হলে পুরুষ কি নারীকে মারধর করতে পারে কি না ?

৮৭% উত্তরদাতা মনে করেন না যে নারীর গৃহস্থকাজ অসন্তুষ্ট হলে পুরুষের নারীকে নির্যাতন করা যুক্তিযুক্ত।

৯০% উত্তরদাতা মনে করেন না যে স্বামী বা পরিবার (বিশেষ করে শশুরবাড়ি এর লোকজন) নারীর সন্তান ধারণের অক্ষমতার কারনে তাকে মানসিক নির্যাতন করার অধিকার রাখেন।

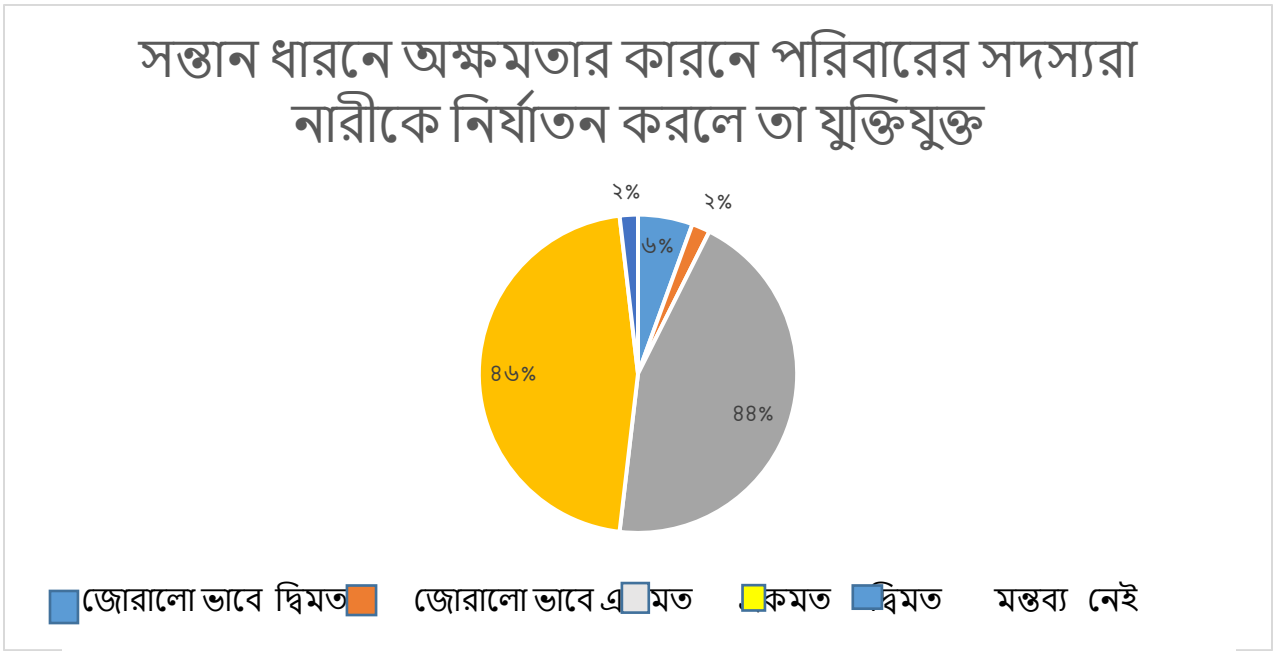

চিত্র ৩৬ সন্তান ধারন না করতে পারলে পরিবারের লোকের নারীকে নির্যাতনের অধিকার আছে কি না?

৪২% স্বত্বভোগী উল্লেখ করেন যে, পরিবারের শান্তি ধরে রাখার জন্য নারীর উচিত নির্যাতন সহ্য করা । স্বত্বভোগীদের এ ব্যাপারে ধারনা পরিবর্তনে সুস্থজীবন ভূমিকা রাখতে পারে।

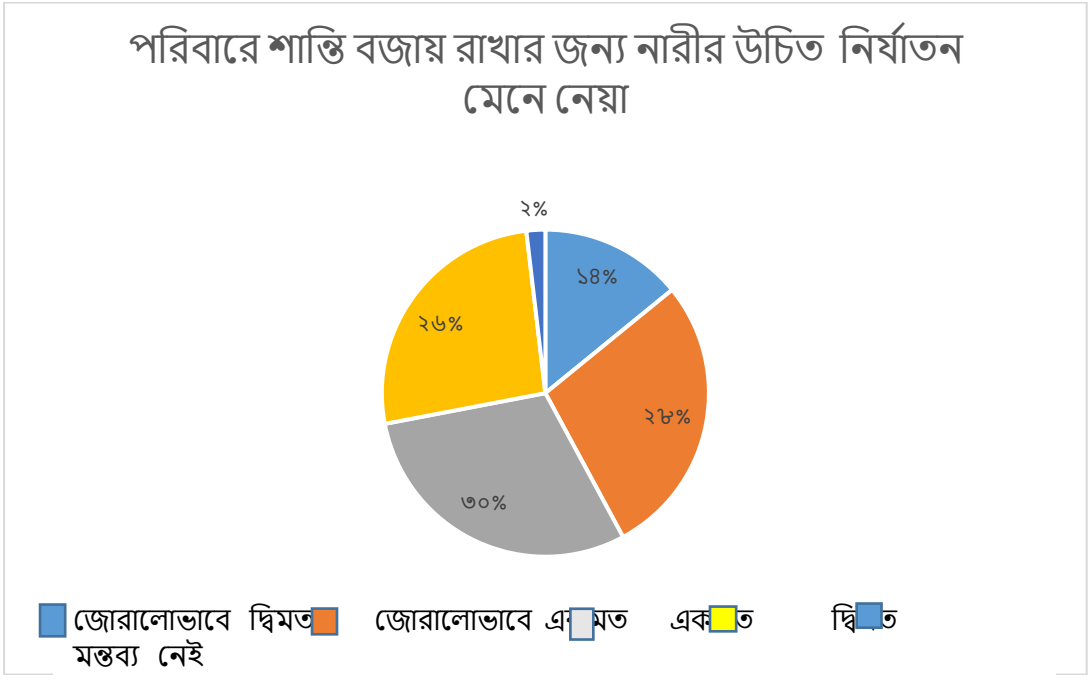

চিত্র ৩৭ পরিবারের শান্তির জন্য কি নির্যাতন মেনে নেয়া উচিত?

২.৫ স্বত্বভোগীদের চলাচলের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা

জরিপের সময় জানা যায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৭% প্রতিদিন রান্না এবং ৮৭% প্রতিদিন পরিষ্কার ও ধোয়া মোছার কাজ করেন। গড়ে একজন উত্তরদাতা ৩ ঘন্টা রান্নায়, ৩ ঘন্টা পরিবার এর অসুস্থ সদস্যদের পরিচর্যইয়্য, ২ ঘন্টা গবাদি পশুর দেখভালে ও ৩ ঘন্টা নিজস্ব সময় ব্যয় করেন।

বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে ৮০% উত্তরদাতা একা ও ৮% পরিবার এর সাথে বাইরে যান। FGD এর সময় জানা যায় যে, একা চলা ফেরা করার সময় কিছু স্বত্বভোগী উত্যক্তকারীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং অর্থের বিনিময়ে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কাজেই একা চলা ফেরা করার স্বাধীনতা থাকলেও, স্বত্বভোগীদের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ।

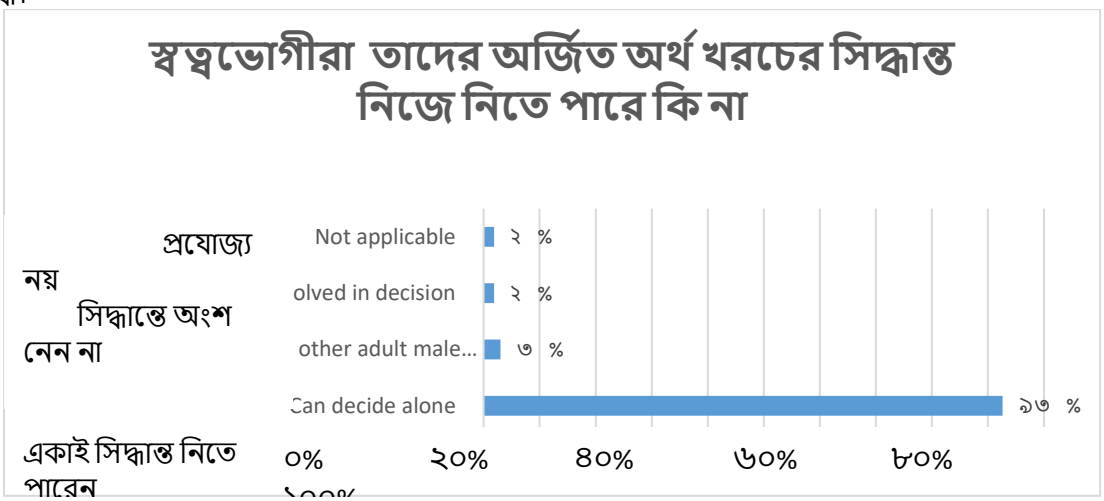

চিত্র ৩৮ স্বত্বভোগীরা নিজেদের অর্জিত ুরহত খরচের সিদ্ধান্ত নিতে পারে কি?

৯৩% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে তাদের নিজস্ব অর্জিত অর্থ খরচ করার সিদ্ধান্ত তারা একাই নেন।

২.৬ নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ

স্বত্বভোগীরা কোন দলীয় সংগঠনের অংশ কি না জানতে চাওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ এর ক্ষেত্রে, শুধু ১ জন উত্তরদাতা NGO-মাইক্রো ক্রেডিট কমিটি এর সক্রিয় সদস্য এবং আরও ১ জন একটি যুব দল এর সদস্য।

অপ্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ এর ক্ষেত্রে, ৫০% উত্তরদাতা অন্তত একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ এর সদস্য। ৯৩% উত্তরদাতা উল্লেখ করেন যে তারা শুধু মীটিং এ অংশ নেন ও কোন সিদ্ধান্তে অংশ নেন না।

২.৭ পরিষেবাতে অংশগ্রহনের সুযোগ

গত ১ বছরে লাভবানরা যে সকল সেবা নিয়েছেন, তা নিচের চিত্রে তুলে ধরা হলঃ

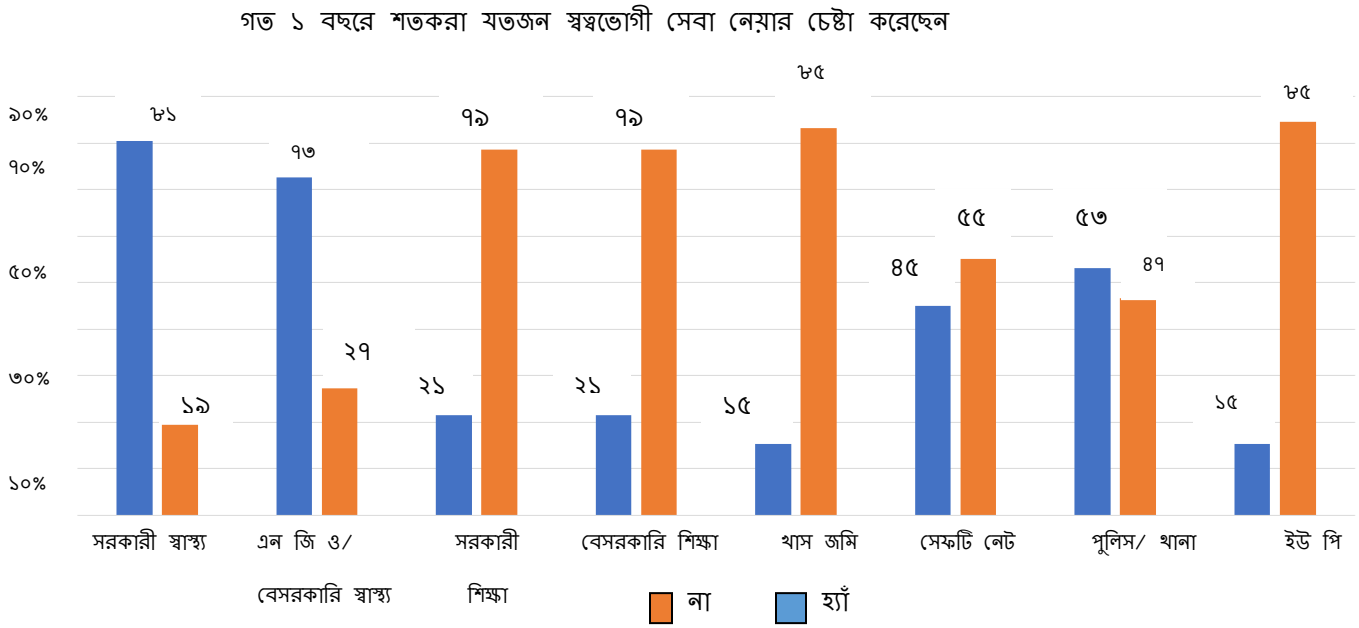

চিত্র ৩৯ গত ১ বছরে সেবার প্রাপ্যতা

স্বত্বভোগীদের যারা ইউ পি সেবা সন্ধান করেছেন, তাদের মাত্র ২০% এই সেবা লাভ করেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সরাকারি শিক্ষা ও আইন সেবা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের মাত্র ৪০% সরকারী শিক্ষা ও ৫০% আইন এর সহায়তা পেয়েছেন।

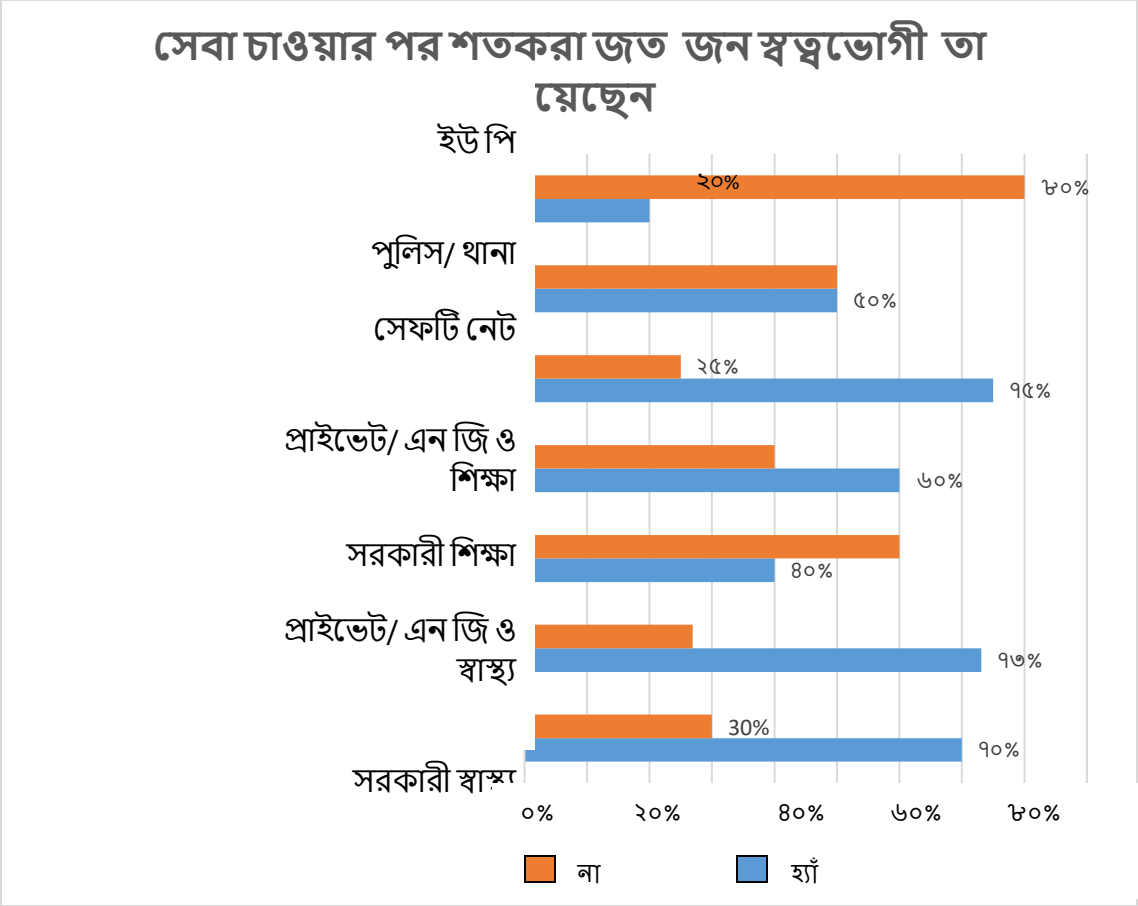

চিত্র ৪০ শতকরা যত জন স্বত্বভোগী সেবা চাওয়ার পর তা পেয়েছেন

উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সেবা সন্ধান করার পর তা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে ৫০% ইউ পি সেবায়, ৩৩% আইন প্রণয়ন সংস্থায়, ৫০% প্রাইভেট/ NGO শিক্ষায় , ৩৪% সরকারী স্বাস্থ্য সেবায় অসন্তুষ্ট ছিলেন।

২.৮ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে ধারণা

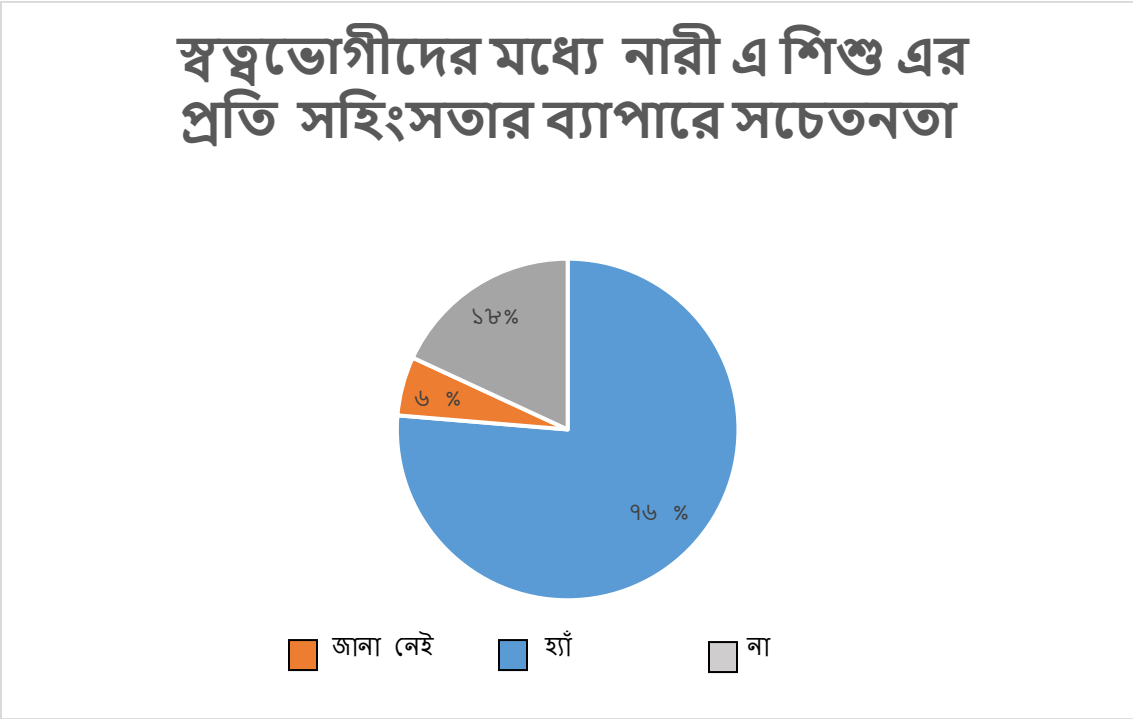

চিত্র ৪১ স্বত্বভোগীদের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিসয়ক সচেতনেতা

৭৬% উত্তরদাতা বলেন যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এর ব্যাপারে তারা অবহিত। তাদের দেয়া উত্তর গুলো নিচের চিত্রে দেখান হলঃ

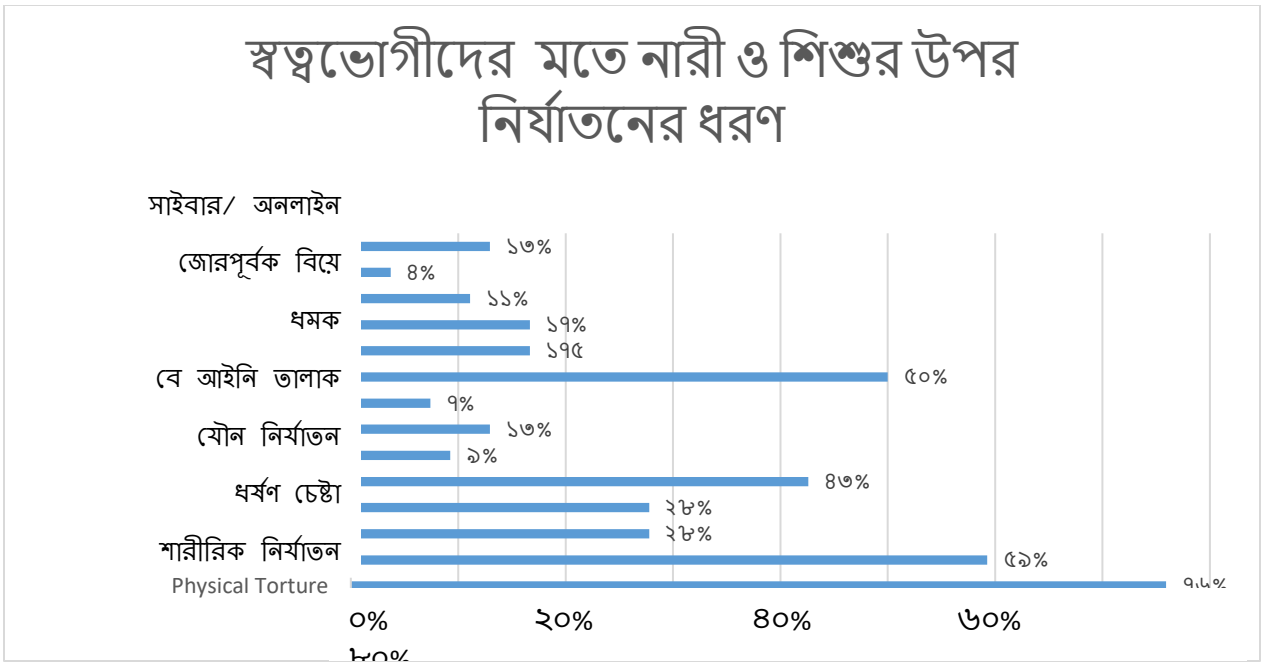

চিত্র ৪২ নারী ও শিশুদের প্রতি নির্যাতনের ধরণ

নারী ও শিশুর প্রতি সব চেয়ে প্রচলিত সহিংসতা শারীরিক নির্যাতন বলে উল্লেখ করা হয়। এর পরেই ধর্ষণ ও মৌখিক নির্যাতন এর কথা উল্লেখিত হয়। ।

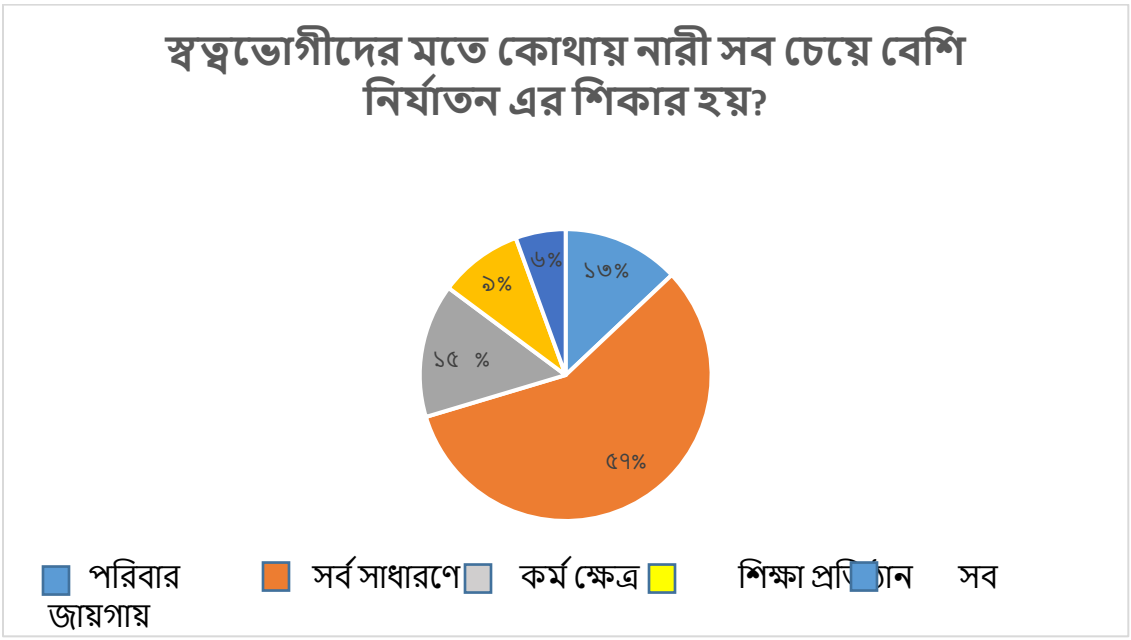

চিত্র ৪৩ কোথায় নির্যাতন এর শিকার হন নারীরা?

৫৭% উত্তরদাতা মনে করেন নারী সর্ব সাধারণে নির্যাতনের বেশী শিকার হন , ১৫% মনে করে পরিবারের ভিতর বেশি নারী নির্যাতনের শিকার বেশী হন। স্বত্বভোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে নারী ও শিশু নির্যাতনের কারন কি বলে মনে করেন। টখন তারা নিচের উত্তর গুলো উল্লেখ করেনঃ

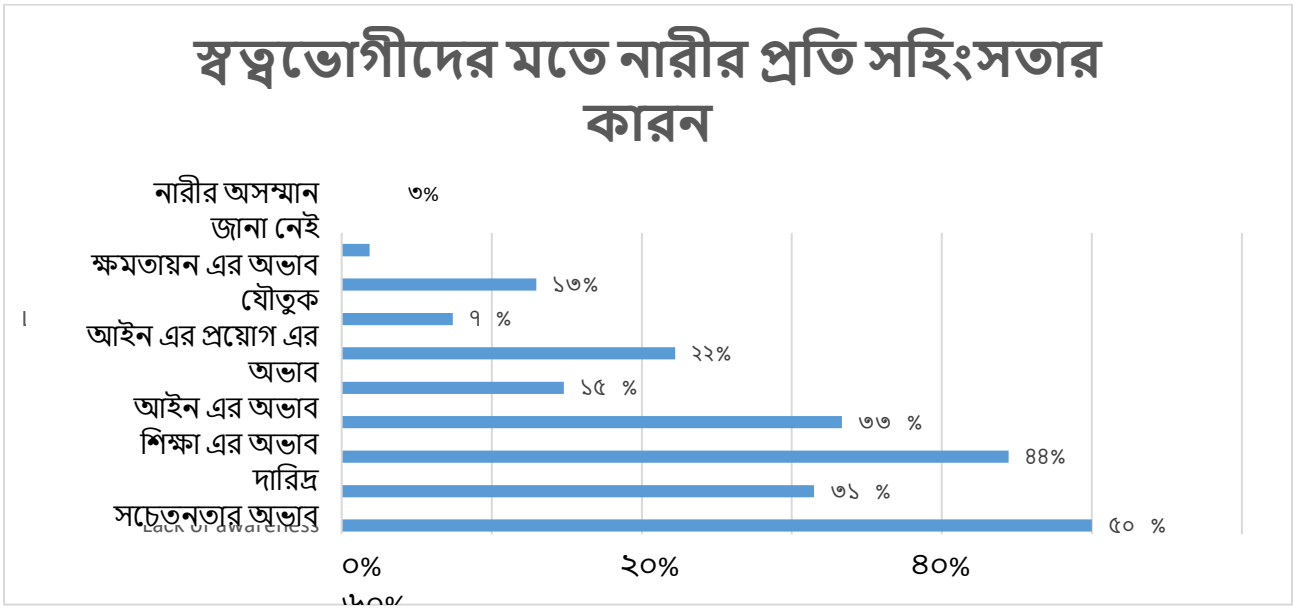

চিত্র ৪৪ নারীর প্রতি সহিংসতার কারন

সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি বলে মনে করেন জানতে চাইলে যা উত্তর পাওয়া যায় , তা নিচে চিত্রে দেখান হলঃ

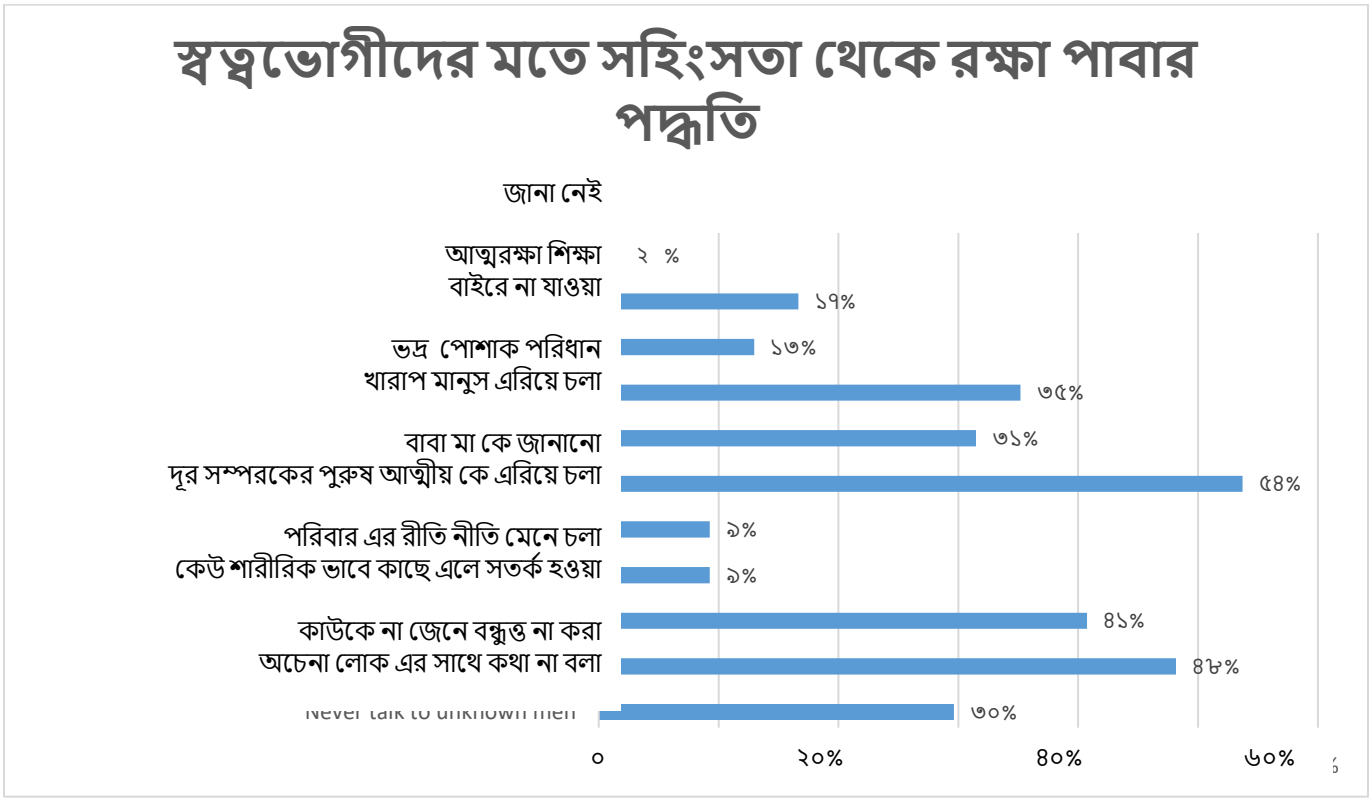

চিত্র ৪৫ স্বত্বভোগীদের মতে সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৪% মনে করেন পরিবারকে এ ব্যাপারে জানানো, ৪৮% মনে করেন অপরিচিত মানুষের সাথে কথা না বলা, ৪১% মনে করেন কেউ শারীরিক ভাবে কাছে আশার চেষ্টা করলে তার সাথে দুরত্ত তৈরি করা সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার কয়েকটি উপায়।

২.৯ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা

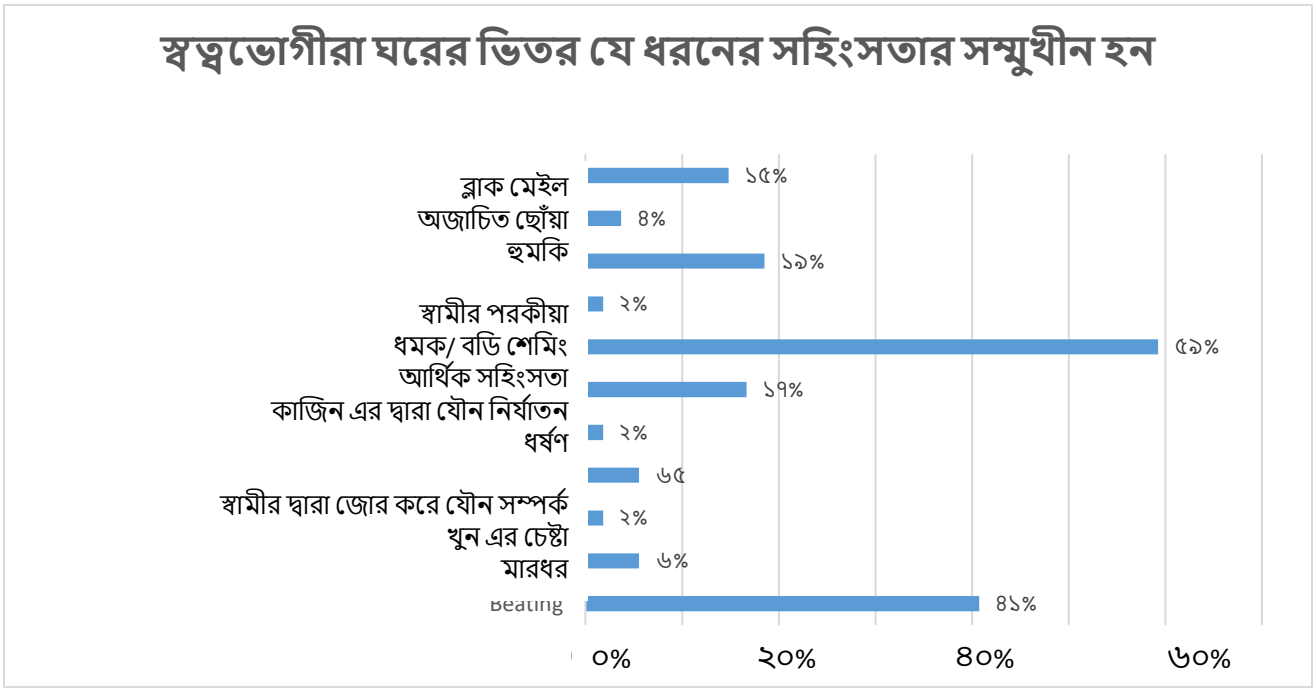

চিত্র ৪৬ স্বত্বভোগীরা ঘরে যে ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হন

৫৯% স্বত্বভোগী এর মতে তারা বডী শেমিং এবং ৪১% স্বত্বভোগীর মতে তারা মারধর এর শিকার হয়েছেন।

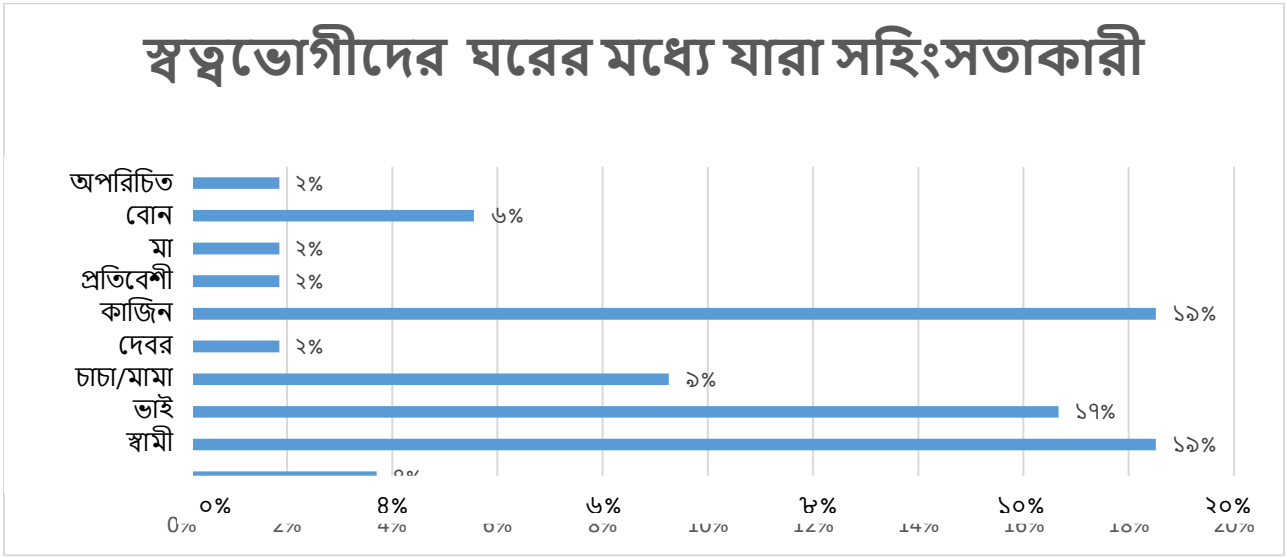

চিত্র ৪৭ স্বত্বভোগীদের ঘরের সহিংসতাকারী

ঘরের মধ্যে যেসব উত্তরদাতা সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে সহিংসতাকাকারীরা প্রধানত পরিবারের পুরুষ সদস্যরা, বিশেষ করে ভাই, কাজিন ও বাবা।

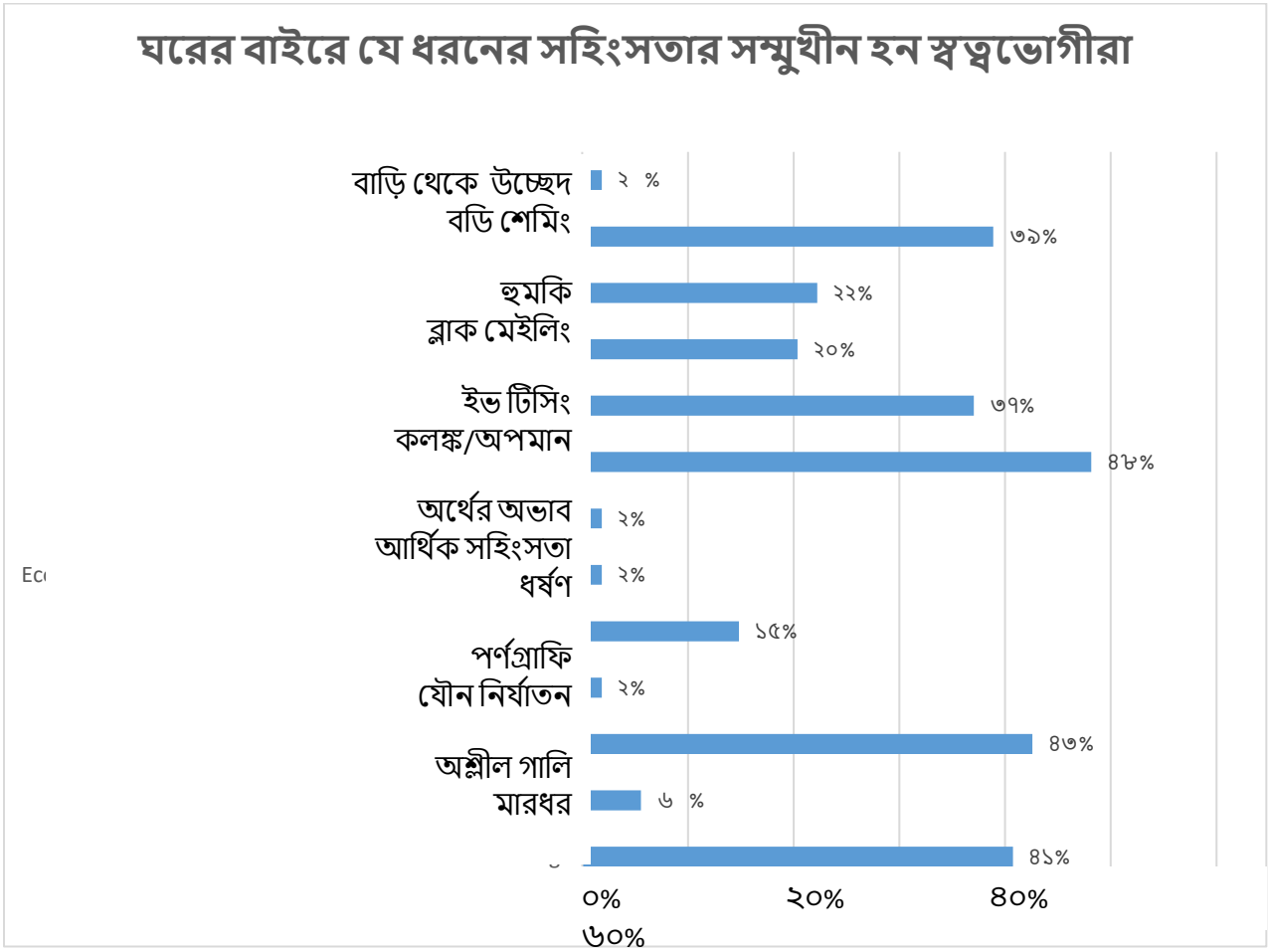

চিত্র ৪৮ ঘরের বাইরে স্বত্বভোগীরা যে সব সহিংসতা এর শিকার

ঘরের বাইরে উত্তরদাতারা যেসব সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত হল- কলঙ্ক/ মানহানি, যৌন নির্যাতন ও মারধর ।

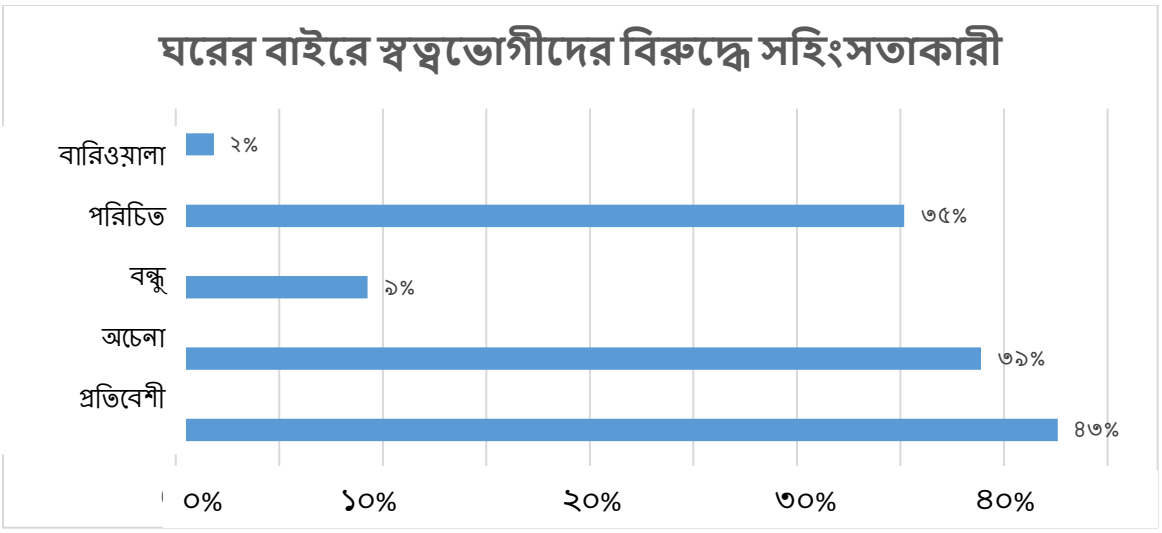

চিত্র ৪৯ ঘর এর বাইরে স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকারী

উত্তরদাতারা বাসার বাইরে সহিংসতার শিকার হন মূলত প্রতিবেশী, অপরিচিত ও চেনা জানা মানুষের হাতে।

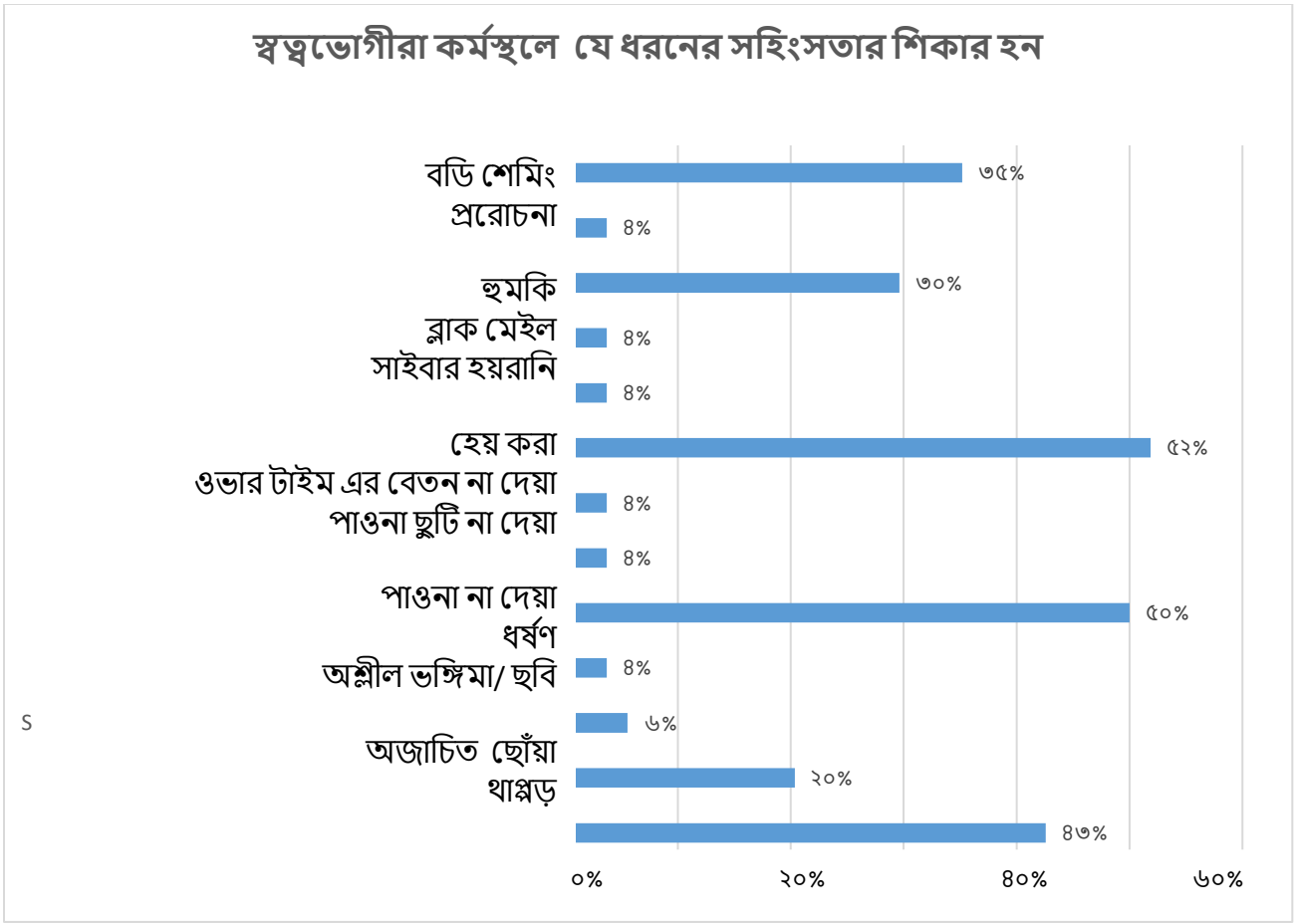

চিত্র ৫০ কর্ম স্থলে স্বত্বভোগীরা যেসব সহিংসতার শিকার হন

কর্মস্থলে স্বত্বভোগীরা যে সব সহিংসতার সম্মুখীন হন, তার মধ্যে অপমান করা, বেতন বৈষম্য, শারীরিক আক্রমন ইত্যাদি সব চেয়ে প্রচলিত ধরনের সহিংসতা।

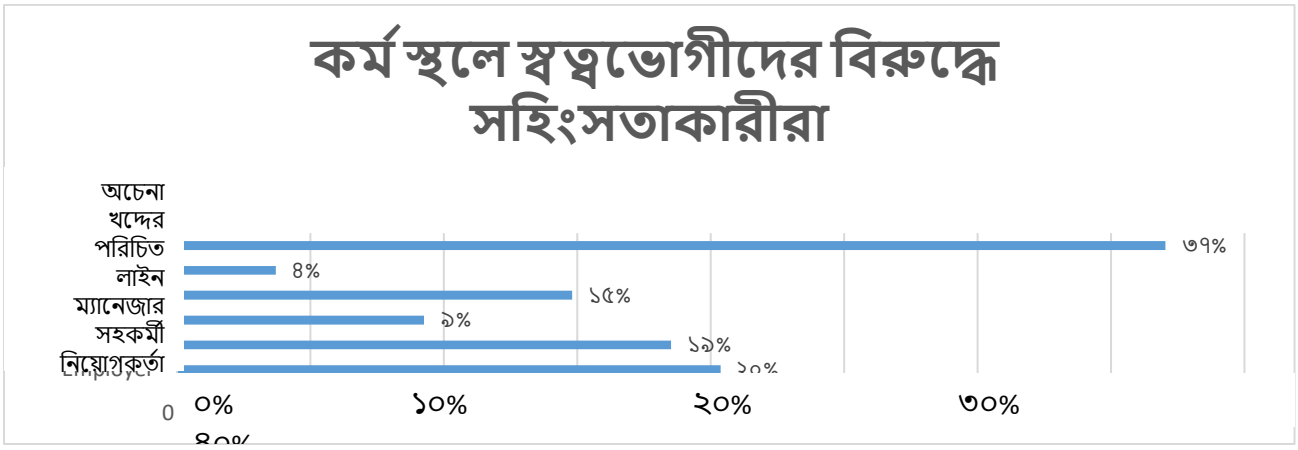

চিত্র ৫১ কর্মস্থলে সহিংসতাকারি

স্বত্বভোগীরা তাদের কর্মস্থলে সাধারণত যে ধরনের মানুষের হাতে সহিংসতার শিকার হন তারা হলেন- অপরিচিত লোকজন , নিয়োগকর্তা ও সহকর্মী ।

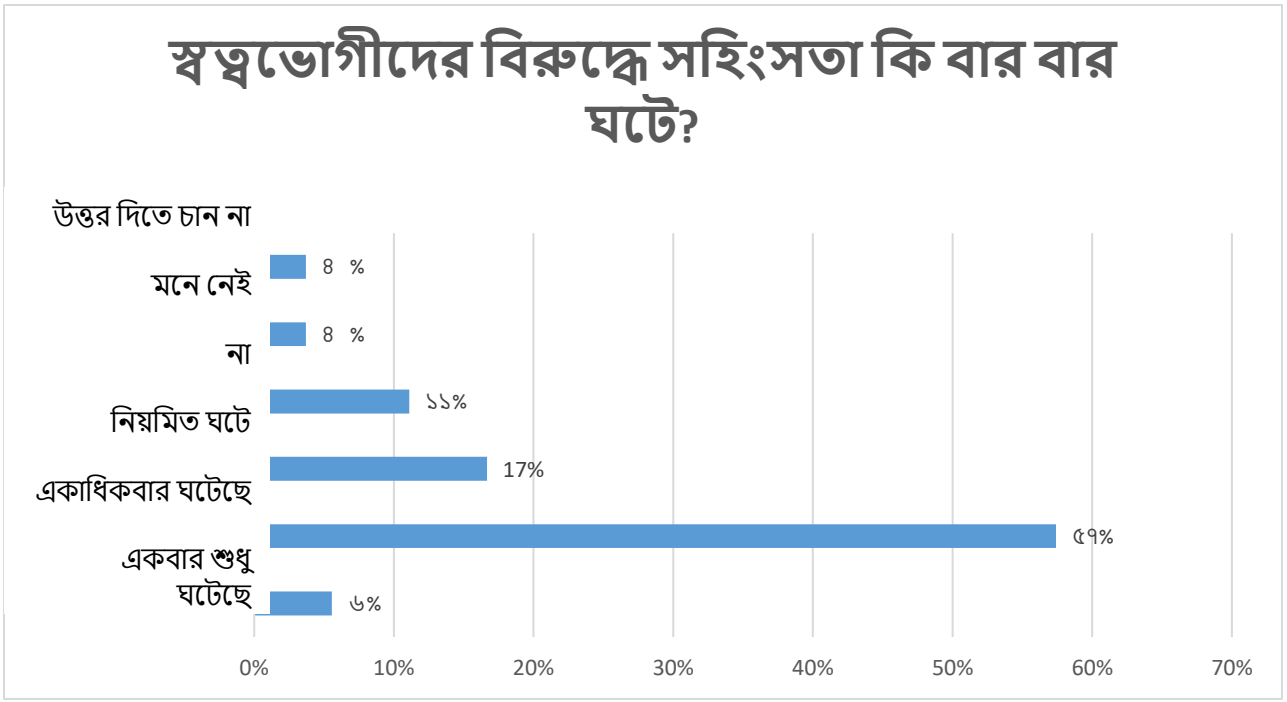

চিত্র ৫২ স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কি বার বার ঘটে?

নির্যাতনের শিকার ৫৭% উত্তরদাতা বলেন যে তারা একাধিক বার নির্যাতিত হয়েছেন, যেখানে ১৭% উত্তরদাতা বলেন যে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত নির্যাতন হয়ে থাকে, ১১% উত্তরদাতা বলেন যে তারা কখনও নির্যাতিত হন নি।

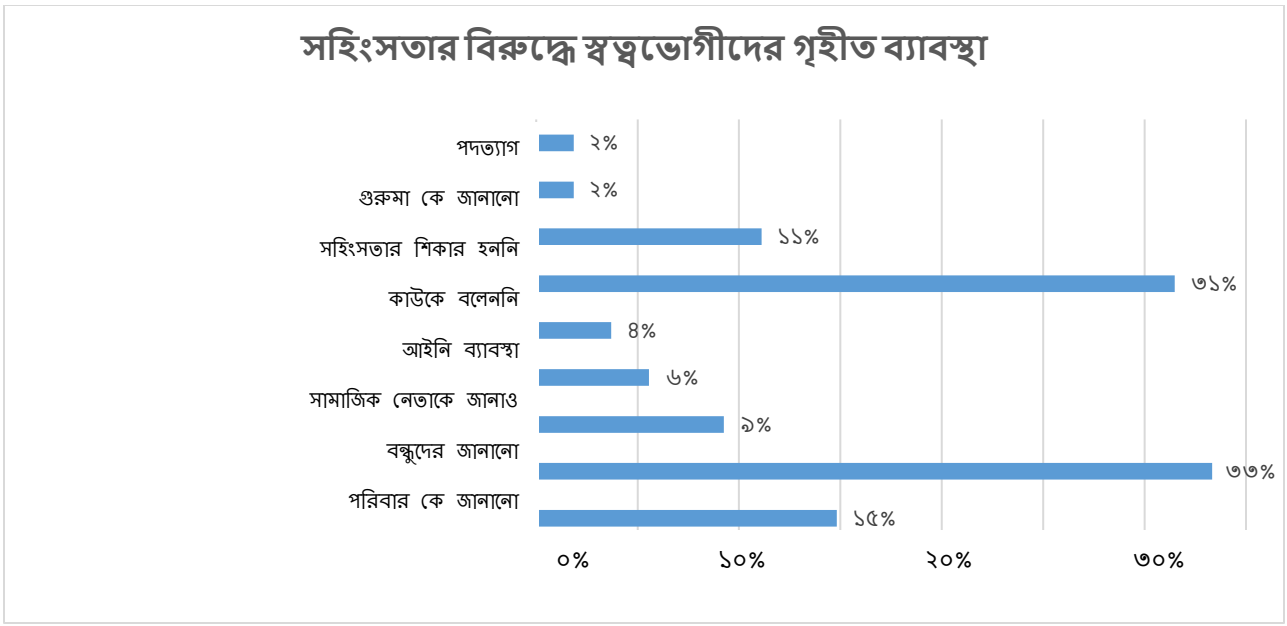

চিত্র ৫৩ সহিংসতার বিরুদ্ধে স্বত্বভোগীদের গৃহীত ব্যাবস্থা

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৩% তাদের বন্ধুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সহগসতার কথা জানান , ৩১% উত্তরদাতা কাউকে কিছু বলেননি, ৪% উত্তরদাতা আইনি সহায়তা নেন এবং ৬% উত্তরদাতা আইন প্রণয়ন সংস্থার সাহায্য নেন।

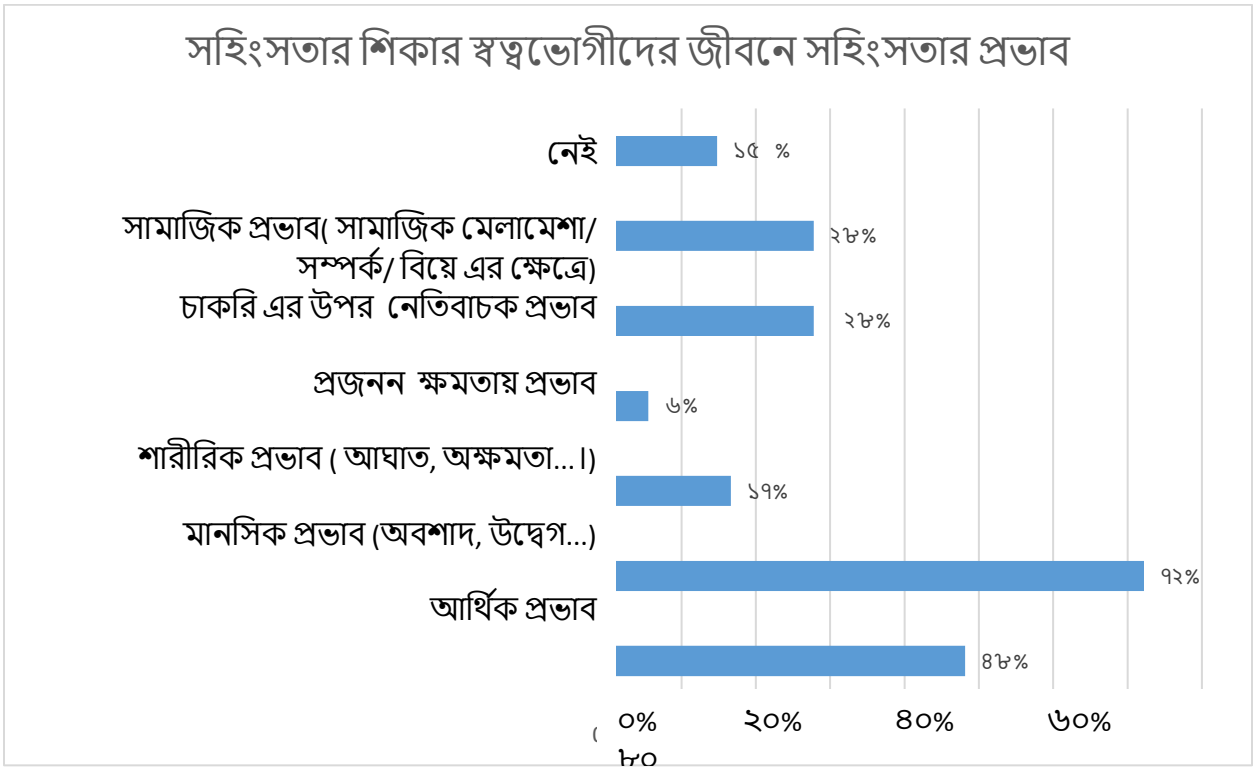

চিত্র ৫৪ সহিংসতার শিকার স্বত্বভোগীদের জীবনে সহিংসতার প্রভাব

নির্যাতনের শিকার স্বত্বভোগীদের মধ্যে ৭২% বলেন নির্যাতনের ফলে তাদের মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটে ,৪৮% উত্তরদাতা আর্থিক ক্ষতির শিকার, ৪৮% উত্তরদাতা সামাজিক বর্জন ও উপার্জন এর সুযোগ কমে যাওয়ার কথা জানান।

২.১০ স্বত্বভোগীদের মতে সহিংসতা মোকাবিলায় পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা

সহিংসতা মোকাবিলায় পুরুষদের ভূমিকা এর ব্যাপারে জানতে চাইলে স্বত্বভোগীদের উত্তর সমূহ নিচের চিত্রে দেখান হলঃ

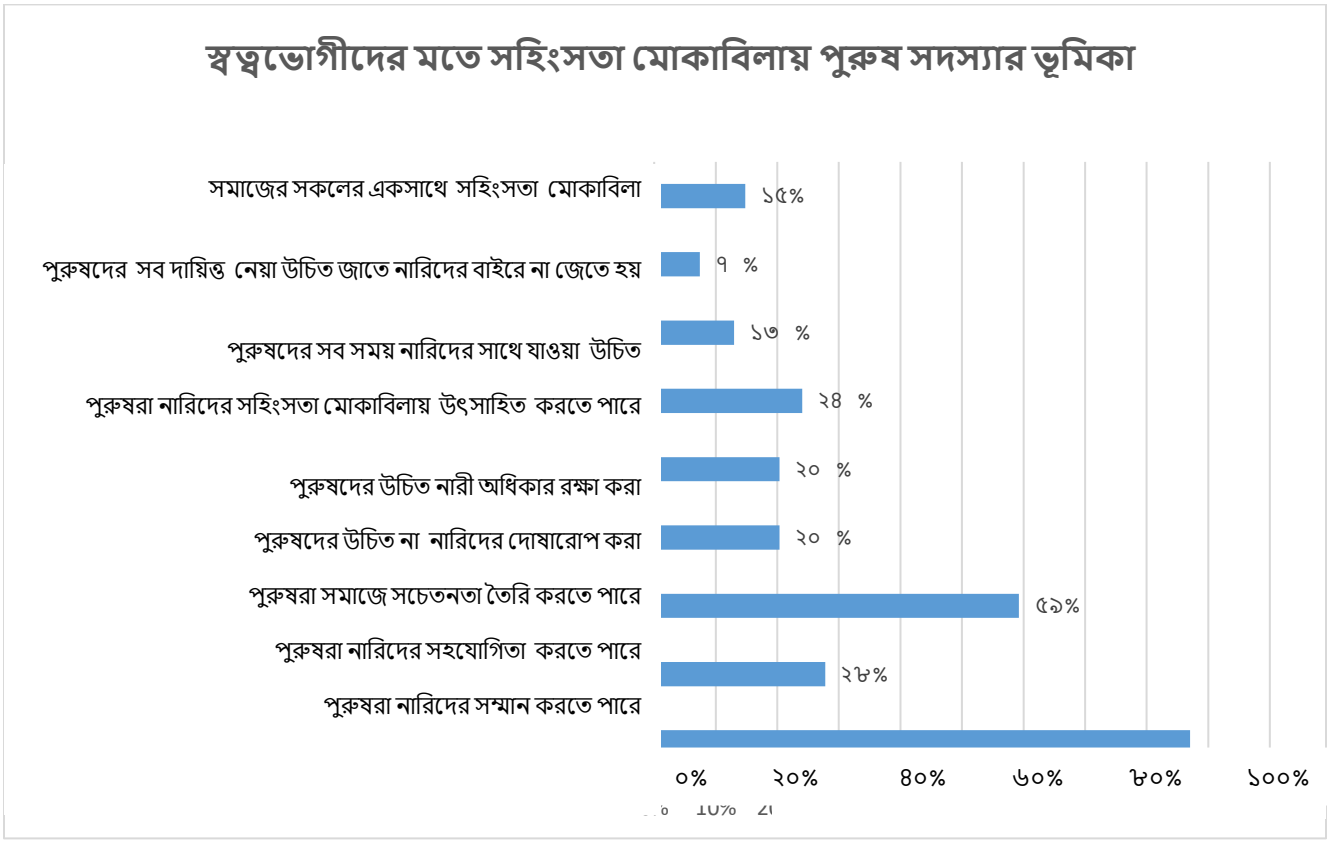

চিত্র ৫৫ সহিংসতা মোকাবিলায় পুরুষের ভূমিকা

৮৭% এর অধিক উত্তরদাতার মতে সহিংসতা মোকাবিলায় পুরুষদের নারী ও মেয়েদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এছাড়া উত্তদাতাদের মতে পুরুষদের উচিত নিজেদের এবং সমাজকে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ব্যাপারে সচেতন করা। পুরুষদের আরও উচিত নারী যাতে তাদের অধিকার পেতে পারে তা নিশ্চিত করা ।

অধ্যায় ৩ – প্রান্তিকদের অধিকার

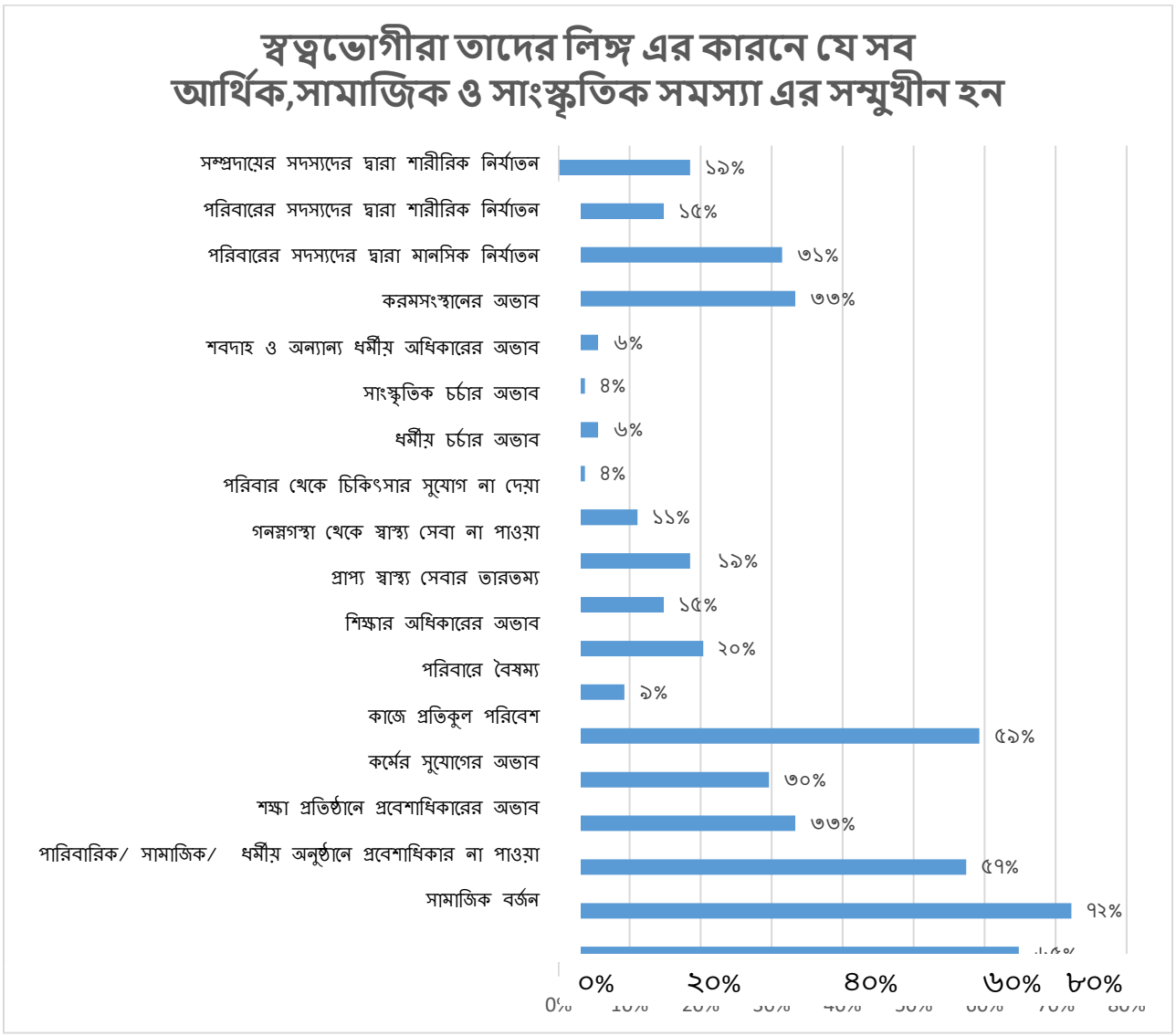

চিত্র ৫৬ প্রান্তিক দের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে স্বত্বভোগীদের কাছ থেকে তাদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হয়। ৭২% উত্তরদাতা মনে করেন, মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া তাদের সব চেয়ে বড়

চ্যালেঞ্জ। এর পর তারা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও কর্মসংস্থান এর অভাবকে তাদের প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেন।

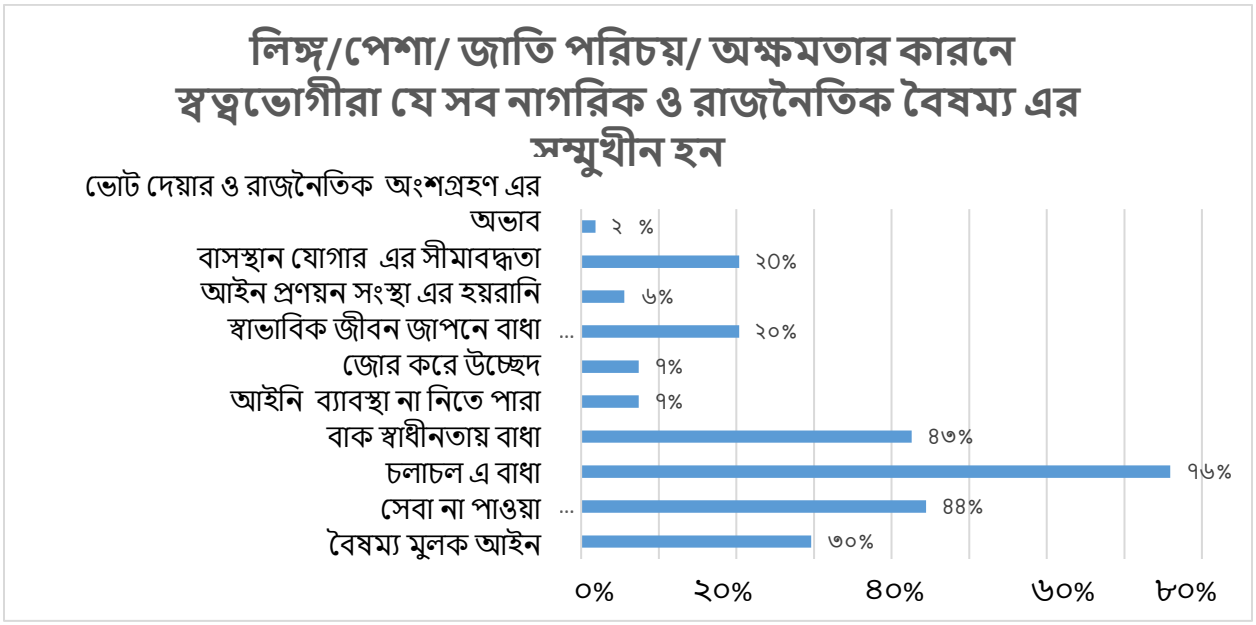

চিত্র ৫৭ স্বত্বভোগীরা যেসব নাগরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এর শিকার

নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলাচলের সীমাবদ্ধতা সত্তভগদের জন্য সব থেকে বড় বাধা। এর পর অন্তর্ভুক্তি ও বাক স্বাধীনতার অভাবকে স্বত্বভোগীরা উল্লেখ করেন।

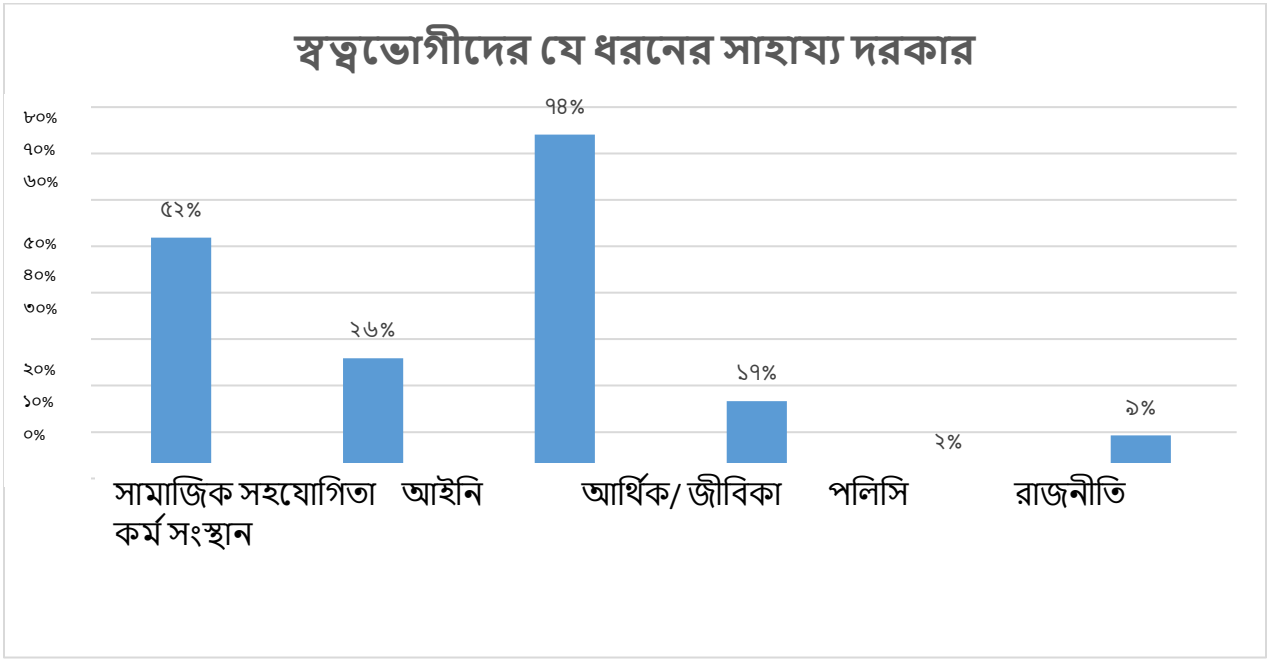

চিত্রঃ যে ধরনের সাহায্য এখন স্বত্বভোগীদের দরকার

৭৪% উত্তরদাতা বলেন যে তাদের আর্থিক/ জীবীকা বিষয়ক সাহায্য দরকার হয়, ৫২% উত্তরদাতার সামাজিক সেবার ও ২৬% উত্তরদাতার আইনি সেবার দরকার।

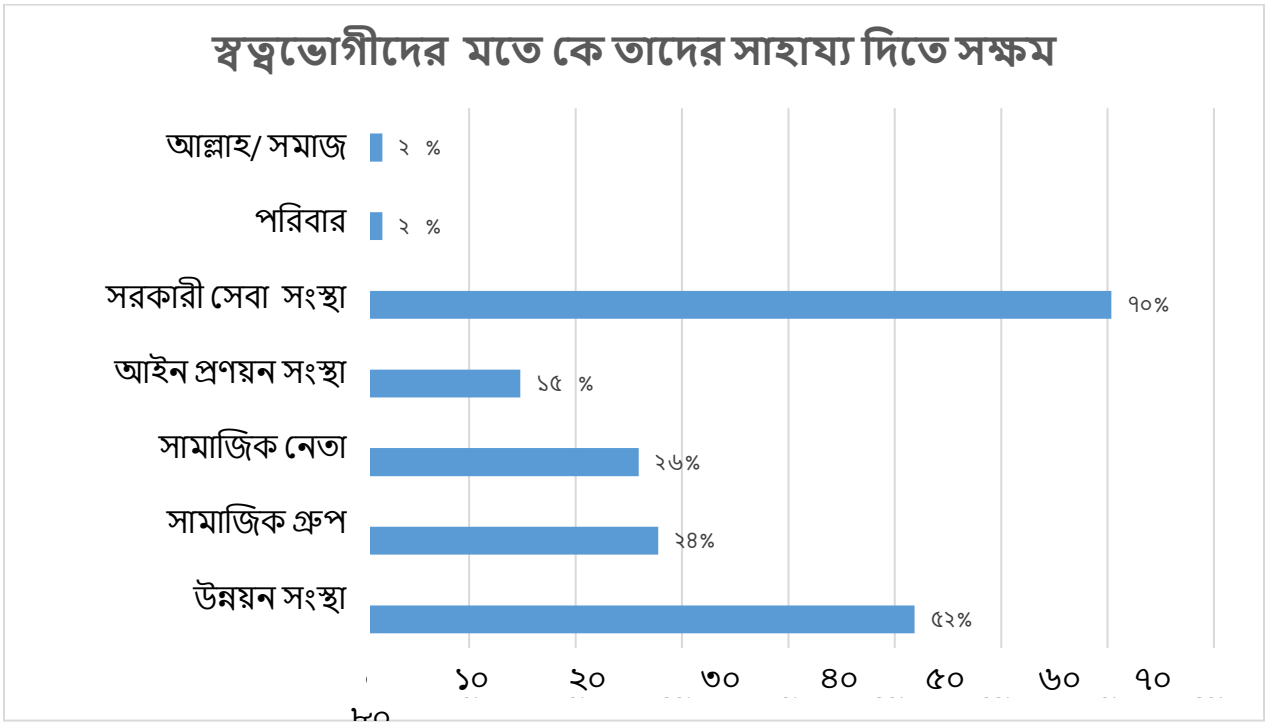

চিত্রঃ স্বত্বভোগীদের মতে কে তাদের সাহায্য দিতে পারে

৭০% উত্তরদাতা মনে করেন সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদেরকে সাহায্য করতে বেশী সক্ষম। ৫২% স্বত্বভোগী মনে করেন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাদেরকে সাহায্য দেয়ার যোগ্যতা রাখে, ২৮% উত্তরদাতা নানা সামাজিক গ্রুপ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম বলে মনে করেন।

অধ্যায় ৪- উপসংহার

সুস্থজীবন এর লাভবানরা বহুবছর ধরে সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে বাস করছেন। সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তারা প্রত্যাখ্যান এর শিকার। ৭৬% স্বত্বভোগী এখনও জীবীকার জন্য চাঁদা গ্রহণের উপর নির্ভরশীল, ৩৮.৭% স্বত্বভোগী তাদের পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যাত। তাদের ক্ষমতায়ন এ WRO তিনটি পদক্ষেপ নিতে পারে- সমাজের সকল পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা , সরকারী প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সংগঠন এর সাহায্যে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরন এবং, প্রাইভেট সংস্থা ও সামাজিক ব্যাবসা এর সহযোগিতায় স্বত্বভোগীদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরন।